বিবাহ।

[ধর্মার্থ সামাজিকতা—পতিপত্নীর সম্পূর্ণ
একীকরণ।]

"শিক্ষা ও শাসন দ্বারা মানুষের জীবপ্রকৃতিকে সংশোধিত ও সংস্কৃত করিতে না পারিলে মানুষ সহস্র চেষ্টা ও দেবপ্রকৃতি লাভ করিতে পারিয়া নিখুঁত প্রকৃতি লিখে অগ্রসর হইতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ইহার জানিতেন, অন্যান্য শাস্ত্রকারদিগের অপেক্ষা ইহা বেশী বুঝিতেন, তাহী তাহারা গান্ধ্য ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে এত বেশী ও এত কঠিন নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। বিবাহাদি যে সকল গান্ধ্য ও সামাজিক অনুপাসন হয় মানুষের অঙ্গুলি কিষ্ক হইলে জীবপ্রকৃতি কখনই দেবপ্রকৃতি-লাভের অসম্ভব হইবে না। বিবাহাদি যে সকল গান্ধ্য ও সামাজিক অনুপাসন হয়। অপর পক্ষে জীবপ্রকৃতি শুনিয়া চরিতার্থ হইলে দেবপ্রকৃতি-লাভের বিশেষ অসম্ভব হয়। এই জন্যই আমাদের পাত্রে বোঝাইয়া চরিতার্থ করা সম্ভব এত আইটাইট নিয়ম। এই জন্য বিবাহাদি যে সমস্ত ক্রিয়া হয়। এই সমস্ত ক্রিয়াকে ধর্মের অঙ্গ করিয়া অবস্থানরূপ করিয়া দেয়া হইয়াছে।"

জন্ম হইতে মৃত্যুর পর্যন্ত সমস্ত জীবনের প্রকৃতির আবাদকতা দেখা গিয়াছে, তাহাতে বিবাহাদি যে সমস্ত ক্রিয়া হয়। সমাজবন্ধন, মৃদু হয়, সেই সমস্ত ক্রিয়াকে ধর্মের অঙ্গ করিয়া না দিলেও চলে না। বিবাহই সমাজবন্ধনের সূত্র প্রাণ। যেখানে বিবাহ নাই, সেখানে সমাজবন্ধন।

* ৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠা।
বিবাহ।

নাই। দেখানে বিবাহগ্রন্থি শিবিল, দেখানে সমাজবন্ধনও শিবিল। আজি কালি ইউরোপাঙ্কে কেহ কেহ বিবাহ উঠাইয়া দিবাব কথা করিয়েছেন। বিবাহ তথায় কখন উঠিয়ে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু বলি উঠে, তাহা হইলে সমাজও যে তথায় অতি বিচিত্র আকার ধারণ করিবে এবং সমস্ত রাজনীতি ধর্মনীতি প্রভুততেও যে অতি বিচিত্র পদ্ধতিকে দুটি, সে বিষয়ে সদ্ভে নাই। কিন্তু দে জানন। এখন অমানস্থক, কারণ সে বৈচিত্র্য ঘটিয়ে এখনও অনেক বিলাঙ্গ। এখনও ইউরোপে বিবাহ সমাজতন্ত্রের মূলপ্রমুখ, কিন্তু অনেক স্ত্রী আইনসম্বন্ধ চুক্তিবিনিময় ধর্মশাস্ত্র নয়। আমাদের বিবাহ চুক্তি নয়, ধর্মশাস্ত্র। এই প্রথেদের কারণ এই যে, আমাদের জীবনের বে প্রধান উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বস্ত্র লাগ বা মৃত্তিকা, তাহা এত উচিত ও এত কষ্ট সাধনাসাধনের কথা, জীবনের সমস্ত কার্যের সই সাধনার অন্যতম বা সহকারী না করিলে চলে না এবং সেই জন্ত আমাদের বিবাহও ধর্মশাস্ত্র। ইউরোপে একাধ নয়। তথ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এত উচিত ও এত কষ্ট সাধনাসাধনের নয় এবং তাহার লোকের শেষপ্রক্তি, তাহাতে জীবনের উদ্দেশ্য প্রকৃত পক্ষে প্রধান বলিয়া অমূল্যতত্ত্ব হয় না। প্রকৃত পক্ষে প্রধান বলিয়া অমূল্যতত্ত্ব হইলে তথায় বিবাহের সহিত ধর্মতত্ত্ব কতকটা সম্পূর্ণ থাকিবে, বিবাহকে ধর্ম হইতে এত দুরে লইয়া। যাওয়া হইত। ইউরোপে কর্ত্ত ধর্মতত্ত্ব অঙ্কুরশল করে না বলিয়া বিবাহের সহিত ধর্মশাস্ত্র কিছুতরূপ সংরক্ষণ নাই। ভারতের হিন্দুদের মধ্যে কর্ত্ত ধর্মতত্ত্ব অঙ্কুরশল করে বলিয়া সম্পূর্ণ ধর্মশাস্ত্র। ধর্মই মানুষের স্বর্গপ্রধান সম্পন্ন, ইউরোপে লোকের বিশ্বাস এই রব, কিন্তু তাহাদের কথা এ বিবাহের প্রামাণ বড় বেশী গাওয়া যায় না। হিন্দুর বিশ্বাসেও এই, কর্ত্ত এই বিবাহেরই প্রামাণ। ভাব হিন্দুর গৃহে ধর্মতত্ত্বীর্থ, বিবাহের ধর্মতত্ত্বী প্রধান উদ্দেশ্যকে প্রকৃত প্রামাণ দিতে হইলে অপর সকল উৎসর্গ।
Thrift means to *thrive* or to do well in the world. If we wish to thrive we must spend our time and our earnings to the best advantage. In the first place, we must work hard. Even our leisure—our time for play—must be passed in the way which will best prepare us for our work. In the second place, we must be very careful not to spend even a penny for anything we can well do without.

...
বিবাহ।  

বখন, ধর্মচর্যায় ও তেমনি কফারকান্তিটি ছাড়িবার যে নাই। তাই আমাদের শাষ্ট্রে আহার বিষয় পালন ভোজন গৃহ সমাজ বিবাহ–সকলই ধর্মের জন্য, সকলই ধর্মের উৎসবাদক। ধর্ম হইতে বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন ৩২লে সকলই রূপা, সকলই অর্থাৎ। তাই আমাদের শাষ্ট্রে সমাজে ধর্মের জন্য এবং সমাজের মূলে যে বিবাহ তাহাও ধর্মের জন্য। ধর্মার্থ \\
জাতিততা—ইহল কেবল হিন্দুবই কথা, হিন্দুধর্মেই লক্ষণ, হিন্দুধর্মেই লক্ষণ। সমাজের মূলে র বিবাহ, তাহারই কিছু আলোচনা কবিয়া দৈনি যাতক, এ কথা কত সমীচীন।

———

হিন্দু-শাস্ত্রকাব্যের মহুৎকর্ণীবলকে চাবি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন—
প্রথম, তপচ্চার্থায়; দ্বিতীয়, গৃহায়; তৃতীয়, পানায়; চতুর্থ, 
সর্বাধিষ্ঠাত্র। এই চাবিটি আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ গৃহাধিশক্তিকে 
ঠাকরা সর্বশেষের বল্যান্নি নির্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণরাম মধু বন্য- 
রামেন।

ওথা বাসু সমাজশিতা বর্তমাণ সর্বজনক। 
তথা গৃহসমাজশিতা বর্তমাণ নর্থ আশ্রম। (৩ব—৭৭)

বখন বাসু আশ্রম করিয়া সকল প্রাচী জীবিত থাকে, তেবরিং 
গৃহাতে আশ্রম করিয়া আর সকল আশ্রম জীবিত থাকে।

বস্ত্রকাব্যায় আশ্রমচর্য চাই।
গৃহস্থের বর্তমান মাত্রাক্ষোভাষ্মো গুহী। (৩২—৭৮)

যেহেতু অপর তিন আশ্রম অহবসে এই গৃহায়ই আশ্রম করিয়া,
গভার হয়, অতএব গৃহায়াসিনগুর গভারের ।

ন লক্ষ্যরাঘঃ প্রস্তুত পুরুষফল্যবিচিত্ত।
- গৃহস্থের নিত্য নোন্দার্থে গৃহস্থেরীয়। (৩২—৯৬)
হিন্দুত্ব।

যদিও অক্ষর কল্পনা এবং নিতাক্ষর কামনা করেন তাহার পরম যবে এই গৃহস্থাশ্রম পালন করা কর্তব্য। দুর্বলভিত্তিক ব্যক্তিগণ কদাচ ইহার পালনে সমর্থ হন না।

ঝব: পিতৃবো দেবযো ভৃত্তান্তত্ত্বস্তো ।

আশাসতে কুটুম্বেভক্তেভাগ কার্যাং বিজান্তত॥ এমন-৮০।

ঝবিগণ, পিতৃলোক, দেবলোক, অতিথি, এবং অন্যান্য পূজারিতীয় গৃহীত তিনটি আশার অপন অভিষিক্ত আশার আশায় করিবা থাকেন। অতএব আনী গৃহস্থ ঐ সকলের সাধ্য নিত্য কর্তব্য পালন করিবেন।

এখানে ছইত সার তথা পাওয়া যাইতেছে। প্রথম তথ্যটি এই যে, গৃহস্থাশ্রম অপর তিনটি আশার হইতে শ্রেষ্ঠ; কেনন অপর তিনটি আশার গৃহস্থাশ্রমের আশাবাদী। গৃহস্থাশ্রম অপর সমস্ত আশারের প্রাণময় বলিয়া সকল আশারের শ্রেষ্ঠ। অপর সমস্ত আশার গৃহস্থাশ্রমের দ্বারা উপকৃত হয় বলিয়া গৃহস্থাশ্রম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশার। পরেপাকারের নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রমের সকল ও অন্যান্য। পরেপাকার গৃহস্থাশ্রমের সকল-প্রধান ধর্ম্ম, সকল প্রধান কর্ষ্য, সকল প্রধান লক্ষ্য। দ্বিতীয় তথ্যটি এই যে, গৃহস্থাশ্রমের মূলভিত্তি—ইন্দ্রিৰ-সংখ্য। গৃহস্থাশ্রম আন্তরিক জ্ঞান নয়, তেজবিষায় জ্ঞান নয়, যথেষ্ট গৌণতায় জ্ঞান নয়। গৃহস্থাশ্রম ধর্মচর্চায় জ্ঞান—পরেপাকারের জ্ঞান। অতএব শারীরিক জ্ঞানই বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়সংখ্য গৃহস্থাশ্রমের মূলভিত্তি। কিন্তু এই যে আশারপ্রধান গৃহস্থাশ্রম, 'এই যে আশা-সংখ্য-মূলক গৃহস্থাশ্রম, দার্শনিক ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করা যায় না—ভাবায় ব্যাখ্যা এই পরম পরেপাকার-ব্যাখ্যা হওয়া যায় না। ধর্মশাস্ত্রে গৃহস্থ ব্যাখ্যা প্রকৃতির জ্ঞান ব্যাখ্যা, অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা। প্রভূতি ক্তকগুলি প্রাত্যাহিক কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে। যে গৃহস্থ সাধারণ-সারে সেই সকল কর্তব্য পালন করিয়ে ক্রটি করেন, তিনি মনুষ্য মধ্যে
বিবাহ।

বিবাহ করেন যদি জীবন অপার অংশের মৃত্যু ঘটায়। তখন ভগবান

মনু বলেন—

বীরাহিকে কুরুনাত গৃহঃ কর্ম বর্তমানি।

পরম্পরমীনানঃ পরিক্ষাবাহিকী ৪৩৩॥ (৩সং ৬৭)

gৃহঃ ব্যাক্তিকে দৈনিক হীমকার্য, পরম্পরমায়ত এবং দৈনিক পাকস্ত্রয়া

বীরাহিক অন্তিতেই সমাপ্ত করবে।

এবং মহামুনি কঠপল বলেন—

দারাবীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্বক্ষণত বিশেষতঃ

ধারান সর্বপ্রাপ্তন বিশ্বাভ্যাস্তত: ॥

gৃহারাম্ব সংক্রান্ত যাত্রী ক্রিয়া তুমি বাতিরকে সম্পন্ন হয় না,

বিশ্বলত: ব্রাহ্মণ জাতির। অতএব সর্বপ্রাপ্তন নির্দোষ কটার পাদ্ধি

গ্রহণ করবে।

বুঝু দৈর্ঘে যে, হিন্দুবিবাহের সর্বোক্ত করণ এবং উদেশ্যঃ

সত্তর্থ। এবং তদুক্তত পরাগধার। হিন্দুবিবাহ ধর্মের জন্য এবং

সাধারণের জন্য। তারায় বাতিরকে ধর্থর্থ। হয় না এবং সামাজিক।

হয় না। বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্র তির অন্ত কোন অর্থে এ কথা। বলে মনু;

বোধ হয় হিন্দু ভিত্তি জগতে আর কেহই ধর্থর্থ, এবং সামাজিক যা।
পরোপকারের জন্য দারিদ্র্য করে নাই ও করে না। আর কেহ যাহা করে নাই, এক হিন্দু তাহা কেন করে, সে কথা এখানে বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। এখন এই পর্যন্ত বলিলাই হইবে যে, বিবাহের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতে যে কতদূর পাকা, তাহা এত দিনের পর ইউরোপে কেবল কোমরের শিয়ারা কিরূপে পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। কোমর মূলকে বলিয়াছেন যে, ধর্মশাস্ত্র এবং হৃদয়ের সূত্র মূলকে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী অনেক জ্যোতির্ভুব এবং সেই জন্ত স্ত্রীর সাহায্য বাতিলকে পুরুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন পূর্বতালাভ করিতে পারে না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকার-দিগের মতে দার্শনিক ভিত্তি যাহাই হউক, সে মতটি নি, এখন কেবল তাহাই জন্ম আবশ্যক। জনাও গেল যে, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য—ধর্মযুক্ত ও পরোপকার। জনাও গেল যে, পরিত্যাগ পরোপকার- ব্যতির পালন করিবার জন্য, সমগ্র সমাজের সেবা করিবার জন্য, পরিত্যাগ প্রতি-পুরুষের আমার ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত পুরুষের জন্য, জগতে মানুষের বল— পঙ্ক বল—পশ্চিম বল—সকল প্রাণের অপরাধক্ষ করিবার জন্য হিন্দু পুরুষ রমণীর সহিত মিলিত হইয়া থাকেন।

যে বিবাহের উদ্দেশ্য এত মহৎ, এত পরিত্যাগ, এত প্রশস্ত, সে বিবাহে পশ্চিমে অথবা ভারতে কি বস্তু, তাহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। কিন্তু অগ্র সংক্ষেপে আর একটি কথার নিম্পত্তি করিব। সকল দেশেই বিবাহের অগ্রে কথা নির্ধারণ করিতে হয়। নির্ধারণপ্রাপ্ত সকল দেশে এক নয়। এ দেশে পিতা মাতা পুত্রের নিমিত্ত কথা নির্ধারণ করিব থাকেন। এবং সে সকল দোষপূর্ণ বিবেচনা করিবা কথা নির্ধারণ করা কর্তব্য, শাস্ত্রকারের তাহা প্রথা করিয়া বলিয়া বিবেচিল। আমাদের আধ্যাত্মিক কৃত্তিকা সুসংগত মধ্যে অনেকাই এই প্রাণের বিবাহ এবং ইংরাজী courtship-প্রাণের পক্ষপাতী। হুইট প্রাণের মধ্যে কোনোটি ভালো,
বিবাহ।

ভাগা সীমান্ত করা কঠিন কি সহজ, বলিতে পাবি না। কিন্তু এ বখাটি বলিতে পাবি, যে, যে বিবাহের উদ্দেশ্য ধন্যচ্যা ও সমাজসেবা, সে বিবাহের নিমিত্ত কথা। নির্বাচন করিতে হইলে, যে যৌনমদ্ধ যুবক বিবাহ করিবেন, তিনি না করিয়া বিজ্ঞ, বর্ধীয়ান, প্রাসাদচক্ষু, ধ্রুশীল, নক্ষত্রশীল ব্যক্তি নির্বাচন করিলেই তাছা হয়। যে তার্থ্যাকে প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠান নিমিত্ত নয়, সমাজের নিমিত্ত সংসারে ধারিতে হইবে, যে তার্থ্যা সন্তান পতি হারা নির্বাচিত না হইলেই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। ধ্রুশ্চ্যার জন্য কথা। নির্বাচন করিতে হইলে শতগুণি বিষয় এবং যে সকল বিষয় স্বষ্টিতে এবং বহির্দিকভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, বিবাহাভী যুবক শর্ক কথা। নির্বাচন করিলে ততগুণি বিষয় এবং সেই সকল বিষয় কখনই স্বস্থিতে বিবেচনা করিয়া দেখা হয়। তিনি নিজের ভাবনা যত ভাবিয়াম, ধর্ম বা সমাজের ভাবনা কখনই তত ভাবিয়ান না। এবং সেই নিমিত্তই দেখিতে পাওয়া যায়, যে দুঃখে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য আয়ের এবং আয়ের অন্যতম, যে দুঃখে বিবাহাভী ব্যক্তি শর্ক কথা। নির্বাচন করিয়া দ্বারা। অতএব বিবাহের উদ্দেশ্যের কথা নির্বাচন-প্রণালী।

আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত যুবকেরা যথা প্রধানতঃ নিজের উদ্দেশ্যে; নিজের ইঙ্গিত লুপ্তির জন্য বিবাহ করা মহেশ মন করেন, তাহা হইলে অবশ্যই বলিব যে, ইংরাজি courtship প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা-নির্বাচন-প্রণালী করা। আব পাইবেন না। কিন্তু যদি গৃহায়া ধর্মের নিমিত্ত, পরোক্ষকারের নিমিত্ত, সমাজসেবার নিমিত্ত দারগণভিক্ষু কথা তদপেক্ষা মহেশ মন করেন, তাহা হইলে যে একটি লোক সংবরণ করিয়া প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্বী সমাজজীবনের হানি হইতে কথা-নির্বাচনের তাছা তুলিতে না লন। মনোই ত বলিবেন যে, সংবরণ না হইলে কথার কথা সমাজভাবে নির্বাচনে বিবাহ করা যায় না। তুইটি উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট, কোনটি নিমিত্ত, বোধ হয় তাহা সীমান্ত। করিবার আংশ।
হিন্দুধর্ম

জন নাই। লালসা-হৃদি অপেক্ষা পরোপকার যে অনেক ভাল জিনিস, বোধ হয় হিন্দুকে তাহ কুরাইতে হইবে না। তবে ধাঁহারা আত্মোন্দেশ-মূলক বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী, তাহাদিগকে একটি কথা বলা আবশ্যক। যেখানে স্ত্রী পুরুষ প্রধানতঃ আত্মোন্দেশে বিবাহ করে, অর্থাৎ স্ত্রী এই মনে করিয়া বিবাহ করে যে, পুরুষ সর্ব-রকমে আমার মনের মত হইলা চলিবে, এবং পুরুষ এই মনে করিয়া বিবাহ করে যে, স্ত্রীর সর্ব- রকমে আমার মনের মত হইলা চলিবে, যেখানে স্ত্রীপুরুষ প্রধানতঃ পরস্পরের হাবভাব আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কালাধিকরণ করে। সেই ভাস তাহারা অগ্রে ভাবনা ভাবিয়ে অনেকাংশে অপারক এবং অনিচ্ছুক হয়। এবং পরস্পরের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখে বলিয়া পরস্পরের সম্বন্ধে অতাংক ়িড়েমন্দী হইয়া সর্বদাই কলহ করে এবং যার পর নাই অকুল্য হইলা পড়ে। মূলতঃ, ক্রোধদ্রষ্টান্ত অথবা সাংসারিক অপ্রতুলতা বশতঃ অন্য দেশের বেদনা, এ দেশেও তেমন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বহুল হইলা থাকে। কিন্তু বোধ হয় যে, ইংলগ্য প্রভুতি দেশ একুশ্চ বা করিতে তাহাল্য লইলা অথবা মনেয় নাকতা বাড়াইয়া করিয়াছে কিংবা তৃণ অপর কোন প্রস্তায় একটি ঘটিতায় বলিয়া। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যত কলহ হয়, এ দেশ তাহার শতাংশের একাংশও হয় না, অপর পক্ষে, যেখানে বিবাহ অপারাকে উদেশে না হইলা দর্শন ও সামাজক উদেশে হইলা থাকে, সেখানে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়ে তাহার প্রবৃত্তিও হয় না, সেখানে আর্য মহত উদেশে ভাবিয়া স্ত্রীপুরুষ হইলার এক হইলা এক মনে এক প্রায় সেই উদেশে সাঙ্ঘে যদ্যপি হয়। যদি তাহাতে কারণের ফাট হয়, তবেই তাহার মধ্যে অস্থি বা কলহের হেতু উপস্থিত হয়, নতুন হয় না। অতএব বোধ হয় যে, অপারাকে উদেশে যে বিবাহ, তাহার অপার এবং পর উদেশের পক্ষেই অমঙ্গলজনক; এবং ধর্মচর্চা ও সমাজ-
বিবাহ

বলতে যে বিবাহ, তাহা আপন এবং পর উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল-নন্দ। যদি তাহাই হয়, তবে বিবাহহর্ষ স্বর্গ কচ্ছা-নির্বাচন না করিলাম। স্বর্গ কচ্ছা নির্বাচন করিয়া বিবাহ করিলে, বিবাহের উদেশ্য হইলেও ক্রমশঃ সন্তানী হইয়া পড়াই সত্ত্ব।

হিন্দুবিবাহের মহৎ উদেশ্য সাধনার্থ, উপযুক্ত প্রাণীতে কচ্ছা বর্তমান হইলে পর, বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। দেখা যাইতে, ইহা বিবাহক্রিয়া অন্যান্য হিন্দুবৈরূপ বিবাহের অভিক্রিয়া কি বস্তু হইয়া পাড়ি। ইংরাজি ভূতিতবিবাহপ্রণালীতে বিবাহ, স্ত্রী পুত্রের মধ্যে চুক্তি রূপ আর গ্রহণ নয়। অতএব সেই সকল প্রণালীতে স্বামী ও স্বামিনী পরস্পর তুল্য, কেহ কেহারো বড় নয়, কেহ কেহারো ছোট নয়; স্বামীতে ত বড় এক জন, স্বামিতে তত বড় এক জন। হিন্দুশাস্ত্রে কি হিন্দুশাস্ত্রের সমধ্যে তাই? দেখা যাইতে।

হিন্দু-বিবাহ হয়ে কার্য, তাহা চুক্তি অথচা contract নয়। ইংরাজি বিবাহ যেমন, পুকুর স্ত্রীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অগ্রাহীকার রিতে এবং স্ত্রী পুত্রকে পাতিত্রূপে গ্রহণ করিতে অগ্রাহীকার করলে, পন্ত হইয়া যায়, হিন্দুবিবাহের তেমন করিয়া সম্পন্ন হয় না। মোটামুটি বলিতে গেলে হিন্দুবিবাহের প্রথম কার্য-দান ও গ্রহণ। কচ্ছাকত্ত্বে কচ্ছা দান করেন। কিন্তু দানের উপে কচ্ছা বরের ভাবে। হন, বরের সম্পত্তি হন মাত্র। মধ্য বলিয়া যাঁহেন —

সক্রিয়শোন্মত সক্রিয় কচ্ছা প্রথমিতে।
সক্রিয় দরারীতি জ্ঞানেতানি সত্য সক্রিয়। (১৭—৪৭)

অংশ একবার, কচ্ছাক্যান্ত একবার, দানক্যান্ত একবার—সাধুদ্ধের ই তিন কার্য একবার।

১০ কথার তাল্পর্য এইঃ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে এখন।
বস্তুতঃ যেমন একবারের বেশী দুইবার দান করিতে পারা যায় না কোথাও তেমনি একবারের বেশী দুইবার দান করিতে পারা যা না। অতএব সম্পত্তিক করায় অর্থ যা, কশাদান করার অর্থ তাই। এবং প্রাতঃ সম্পত্তির উপর সম্পত্তগুলিতার বেগুন ধ্রুমিক হলে প্রাতঃ কশাদান উপর কশাগুলিতারও সেইগুলি ধ্রুমিকই জমিয়া থাকে আর এক স্থানে মনুষ্য একথা আরো প্রথম করিয়া বলিয়াছেনঃ——

মন্দলান্তর স্বায়ত্তন বজ্জমহাসাং প্রজাপতঃ।

প্রযুক্তাতি বিবাহেরু প্রদান স্বায়ত্তনঃ। (৫স——১৫২)

বিবাহ কলে যে স্বায়ত্তন ও প্রজাপতির উদেশে যাগাযাগের ক হইয়া থাকে, তাহা কেবল মন্দলের নিম্নলিখিত বলিয়া হইবে। ফলে বাংলাদেশ স্বায়ত্তন্ত্রী ত্রী প্রতি ব্রাহ্মণের কারণ।

এখানে স্বায়ত্তন্ত্রীর অর্থ অধিকার অথবা প্রভুত্ব বই আর কিছু নয়, অতএব সম্পূর্ণ প্রার্থনায় শুধু কশাদান তার্থ্যাত লাভ করে না, পতির সম্পত্তি হন মাত্র। ঘটি বাট যেমন সম্পত্তি, তেমনি সম্পত্তি হন মাত্র। বড় লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু কথাটি একটু অর্থ আছে। হিন্দুপন্থকারের এক পুরুষর একটি সম্পূর্ণ ব্যাপার অথবা পুরুষ বিবাহ গণ্য করেন না। ত্রীর সহিত মিলিত যে পুরুষ তাকেই তাহারা পুরুষ বলেন। যথা ভগবান মনু।——

এতেকাকের পুরুষে জ্ঞাতায় প্রক্লিতি হৃ।

বিপ্রায় প্রাহুতভু চতুর্দশো বর্ষ। ন স্বায়ত্তনাঃ। (৯শ——৪)

পুরুষ বলিলে এই পর্যায় বুঝিতে হইবে——জাহান, আন্তর্জাতিক সাধারণ পতিতেরা বলেন যে, কি জাহান ও ভার্ষ্যা এই দুইয়র নামই পুরুষ।

এই চমৎকার কথার যে কি গুরুত্ব তাত্ত্বিক, তাহা এখন বুঝাইব আব্দুর্খ্য নাই। জাহানের কথা, হিন্দু-শাস্ত্রিকারদের মতে, ভার্ষ্যাই পুরুষ একটি অসম্পূর্ণ ব্যক্তি, ভার্ষ্যা ব্যাপারে পুরুষ পূর্ণত্ব। লা
বিবাহ।  ১৭১

করে না, পুরুষ পুরুষ হইতে পারে না। অতএব যিনি ভার্য্যা হইবেন,
ধাতাকে পুরুষের সম্পত্তি হওয়া। চাই, নহিলে পুরুষ কিঞ্চিতের
ধাতাকে নিজস্ব করিয়া ধাতার দ্বারা ধাতার আপনার অভাব পূরণ
করিবেন? দাস সত্ত্ব ব্যতীত চূড়ির দ্বারা মানুষকে নিজস্ব করা যায়
না। প্রতু ও কৃদ্রদাস ছাড়া আর যাহাদের সম্পত্তি চূড়িমুলক, ধাতাদের
মধ্যে কেহ ধাতাদের নিজস্ব হইতে পারে না। তাই হিন্দুশাস্ত্রকার
সম্প্রদানের কার্যের দ্বারা কেহাকে পুরুষের নিজস্ব করিয়া দিলেন।
পুরুষের উপকারার্থ ঢৈকে কুড় এবং ক্রিয়াগুলি করিলেন। ঢৈর পক্ষ
হইলে বলিতে গেলে এটা কি সামাজিক গৌরব ও মহেশ্বর কথা?
পতির উদ্দেশে এত আলোকাতাগ হিন্দুরমণী বই আর কে কোথায়
করিয়াছে বা করিতে পারে। কিন্তু গৌরবের কথা হইলেও, যতটা যাতে
মতন সামাজিক সম্পত্তির মধ্যে ধাতার ঢৈর বড় একটা হিতকর
বা সম্পাদনে অবস্থা নয়। তাই ধাতার গৌরবে কেবলমাত্র সম্পত্তির
স্বপ্ন হয়, ধাতার জন্য না। যাহাতে ধাতার জন্য তাহা এই—
পাণিপ্রজ্ঞাকে না নিয়তঃ দারালক্ষণ।

তেজাগুলো দুই বিধেয়। বিষ্ণুপুর-সপ্তম পদে। ৮৪-২২৭)
পাণিপ্রজ্ঞাকে যে মস্ত, তাহাই প্রকৃত দারালক্ষণ। সূত্রপাদটীকায়
সেই মস্তের প্রয়োগ হয়—বিজৈরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।
সূত্রপাদটীকায় যে একটি প্রকৃতি আছে, মনোক্ষীণ সহকারে
সেইটি যত্নকর্ম সম্পন্ন হয়, তত্ত্বকর্ম ভাব্যাং নিশ্চিত হয়। এই
কথার প্রকৃত অর্থ রস্তুপ্রায় বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন:—
ভাব্যাং শ্রেষ্ঠাকে যুক্তগৌহারীদিবললক্ষিকাদ্বিতেনালৌকিকসাংখ্যারূপকঃ
প্রবেশঃ। (উদাহরণ তুলা)।

যেমন মূল বলিলে যে সে পশ্চাদ্গুর কাঠ বুঝায় না, যেমন আহিন্নায়
বলিলে যে ছে অঙ্গি বুঝায় না, কেন অলৌকিক সংখ্যারসমূহ কাঠ
না অধিক বুঝা। তেমনি তথ্য। বলিলে যে সে স্ত্রী বুঝায় না, কেন;
সেই অলোকিত সংক্রান্তি স্ত্রীকে বুঝায়।

পন্ত বাবুর কাঠ এবং অমি এই অতি সামাজিক জিনিস—পথে
ধবল তেমন সামাজিক জিনিস, তেমনি সামাজিক জিনিস—কাহারো কোন
মাহাত্মা নাই, কাহারো কোন পবিত্রতা নাই। কিন্তু ধর্ম্মবাচক যথে
সেই কাঠ অথবা অমি অলোকী সংক্রান্তি সংযোগ করেন;
তখন সেটা আর পথের ধূলার ভাব সামাজিক পদার্থ থাকে না, তখন
সেটা দেবতা। অথবা দেবতার ভাব একটি অলোকী পদার্থ হইয়া পড়ে।
অলোকী পদার্থ হইয়া পড়ে, এ কথার অর্থ—সমুদ্রাবদ্ধতে যাহা বুঝিতে
পারা যায় না। এক্ষণে পদার্থ হইয়া পড়ে, মহাবুদ্ধির কান্দে হতঃবৎ এক
অপরাধিক পদার্থ হইয়া পড়ে, মহাবুদ্ধি ও শক্তি দ্বারা যাহা সম্পন্ন করা
গাইতে পারে তদেক্ষে উচ্চ ও পবিত্র পদার্থ হইয়া পড়ে। হিন্দুভাষায়ও যাহা
তাই। দানপ্রদেশের ছয়ে যে স্ত্রী পথের ধূলার ভাব সামাজিক বস্তু বই
আর কিছুই নয়, স্পৃপন্নীগদান প্রভূতি অলোকী সংক্রান্তির অলোকী
তথ্যে সেই স্ত্রী অলোকী সংক্রান্তি-প্রাপ্তি অধিক এবং পশ্চিমন কাঠের ভাব
পবিত্র, দেবতুলা, অলোকী পদার্থ। হিন্দুপাশ্চাত পবিত্র সম্পন্ন বস্তু,
কিন্তু পবিত্র সম্পন্ন অধ্য উচ্চ, অধি পাবত, অধি অলোকী, অধি
দেবতুলা বস্তু। যে বস্তুর মহাকার, এ বস্তুর পরিত্যক্তির, এ বস্তুর দেবত
স্বর-কি সীমা আছে? ভগবান মহী শিক্ষাগুলো পিঠে মাটি আলোকের
বড় বলিয়াছেন, বলিয়া সেই শিক্ষাগুলো আহবানের সহিত তুলনা
করিয়াছেন (২২০-২৩১)। আবার রমণীবন্দন বলিলেন, আহবানীও যাই
হিন্দুভাষায়ও তাই। একবার হিন্দুর আশ্মাস্ত চাহিয়া দেখে, হিন্দুভাষায়
কি পদ, কি মহিমা! যেকের যুক্তকাঠ ধারাই আরাধ্যা দেবতা, যেকের
আহবানী যাহার আরাধ্য দেবতা, ঠিকই বলিতেছেন যথে, যেকের যুক্তকাঠও
যা, যেকের আহবানীও যা, তাহাও তাই! আবার বলি, হিন্দুর চক্ষু দেখে।
বিবাহ।  ১৭৩

ধর্ম পারিবে না হিন্দু ভার্ত্ত্রী।—পুরুষ বল, প্রবীর্থা বল, অস্নাকিন্তু বল, স্বায়ব বল, মুক্তি বল। সবই। হিন্দু ধর্মের ব্যাধে তোর হইয়া দেখ, রূপিতে পারবে, হিন্দু ভার্ত্ত্রী। দেবোনে উপায়, দেবীপ্রে প্রতিষ্ঠা, দেবীমাহায়ে শ্রুতি। যত দূর পার, হিন্দু অনুভূক্ত শব্দের অনুভূক্ত অর্থ ভাবিয়া গেল, চিন্তা এই তাবে ভিন্ন। উনিশবে যে, মানুষ যতদিন মানুষ অপেক্ষা না হইবে, ততদিন হিন্দু ভার্ত্রী ভাবাই যে কি অন্নাকুণরীতি না নানাতাত্ত্ব পার্থে, তাহা বুঝিতে পারিবে না। এখন বলি—হিন্দু ভাবাই তু পতিব সর্বদাঃ, এ কথ্যাত লক্ষিত হইবার কোন কারণ নাই।

কখন না দেবসাব তাহ মহযুগ়ের সর্বদাঃ আর কি আছে? মানুষ যদি ব্যাধকে নিকের সর্বদাঃ মনে না করিব, তবে কেমন করিয়া বলিব না, মানুষ আর আছে? হিন্দুসাক্তবাদ ভাবাইকে পতিব দেবতাঃ করিয়ান লিবাই তাছাকে পতিব সর্বদাঃ করিয়াছেন। এখন কোথায় বুঝা ইতেছে যে, হিন্দু ভাবাই গ্রহের উদ্দেশ্যে যেমন মহৎ হইতে মহত্ব সং পতিব হইতে পরিব্রত, তাহার ভাবাই তেমনি মহৎ হইতে মহত্ব সং পতিব হইতে পরিব্রত। ধর্মচর্চাঃ এবং পরামর্শাব জন্ত ভাবাই।

মন যজ্ঞ, তেমন তাহার অধিষ্ঠাত্রে দেবতা। সংসারধর্ম্মকর্ম মহাযুগে পল করিতে হইলে ধর্মার্থশী দেবতার প্রকৃতি হয়। যে যেখানে মন সর্বশ্রেষ্ঠ করিয়াছে, সেই দেবশক্তির সাহায্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করিয়াছে। মহাযুগ দেবতাদেবীর মুখ চাহিয়া, পঞ্চপঞ্চাশ রূপের কোন’ মাখ। বাধিয়া, বং বনবাসকর্ম মহাযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ করিয়াছিলেন। সকল যজ্ঞ অগ্নিকর্ম সাধমহ্মূল্য িজ্ঞ কাঠিন ও কোলাভ। সেই সর্বপক্ষ্যের কাঠিন ও উপায় িজ্ঞ সর্বশ্রেষ্ঠ করিতে যে অপরিমেয় হই, ধর্ম্ম, প্রকৃতি এবং ইক্সুতাব প্রকৃতি, তাহাই সংগ্রহ করণ প্রাচীন হিন্দুর। গৃহস্থালীতেন ভিন্ন ভাঙ্কল মহাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু যাব এই অর্থ। হিন্দু ভাবাই কি সামাজিক শিক্ষিত!
ইংরেজী বলিয়া থাকেন যে, ঐধবর্ষের আবির্ভাবের পুরুষের লোকে স্ত্রীজাতিকে অতি নিষ্ঠুর ও হেয় মনে করিত এবং ঐ ধর্ষর্থ প্রথম স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সমান করিয়া তুলিয়াছিল। আমার বোধ হয় যে হারতবর্ষের প্রস্ত ইতিহাস না জানা কেন এই মিথ্যা কথাটি ও ইউবোপে কেন, আজ কাল এদেশেও অনেকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। আমি যদি হিন্দুবিবাহ-প্রায়োধের প্রকৃত বাণ্য করিয়া পারিয়া থাকি, তবে অবশ্যই মানিতে হইবে যে, ঐধবর্ষের আবির্ভাবে হচ্ছেপূর্বে ভারতের স্ত্রীজাতির প্রতি ঐধবর্ষের স্ত্রীজাতিকে অতি উৎকৃষ্ট ও মানবীয় বলিয়া বুঝিয়াছিল এবং অপর দেশে ঐধবর্ষ ঐধবর্ষে ঐধবর্ষের স্ত্রীজাতিকে বহ উচ্চ করিয়া তুলিয়া ছিল, ভারতের হিন্দু ভারতের স্ত্রী তঃপথে অনেক উচ্চ অবে বসাইয়াছিল। ঐধবর্ষ ঐধবর্ষের পুরুষের সমান করিয়াছিল, হিন্দুবিবাহ ঐধবর্ষে পুরুষের সমান করে নাই, পুরুষের দেবতা করিয়াছিল। “যত নারীর প্রায় পুরুষে রমণে তত দেবতা।”—বেখানে নারী পূজিতা হন, সেখানে দেবতার। সম্মত থাকেন (মনু—৩ম-৫৬)।

বিবাহ দ্বারা স্ত্রী কি বসল, বা পদার্থ হইয়া থাকেন, তাহা দেখা হইল বিবাহিত স্ত্রীর কাছার সহিত কি সম্ভব, তাহা এখন বুঝিয়া দেখি আবশ্যক কাণ সে সম্ভব সম্ভব না বুঝিয়া কোন উদ্দেশে ঠিক বুঝ যায় না।

এখন বোধ হয় এ দেশে গ্রাম দশ হইতে কুঁড়ি বৎসর বয়সের মধ্যে পুরুষের বিবাহ হইয়া যায়, বোধ হয় প্রাচীন ভারতে সেরূপ হইত না। পূর্বকালে উপনিষদের পর মনুনিষ্ঠালে গৃহপূজ্য শাস্ত্রাধ্যায়ন করিয়া পরিশ্রম করত গৃহপূজ্য অবলম্বন করিয়া রীতি ছিল। মনুর বাণ্য এই:—

ষট্টিঃ যত্নে সমাধিকঃ চর্চাঃ তত্ত্বে ত্বৈবদিকঃ ত্রত্ব।
তদ্দীকঃ পাদিকঃ বা প্রহারং স্ত্রীকে বা।
বেদান্তিঃ যে বেদান্তিঃ বা বেদিঃ বাপি যথাক্রমে।
অবিচ্ছিন্নার্থঃ গৃহপূজ্য মমযমশুমসে। (৩ম-১ ৩২)
বিবাহ। ১৭৫

ব্রহ্মচারী তিন বেদ শিক্ষার নিমিত্ত গৃহকুলে ছত্রিশ বৎসর এবং মাঝেকথা হইলে অভ্যাসিককাল, অথবা তাহার অর্ধকাল কিংবা তাহার এক চতুর্থাংশ কাল বাস করিবে। এইরূপে নিজ বেদ-শাখা শিক্ষা রিবিবা, তিনটি, তৃতী, বা একটি তিন বেদ-শাখা শিক্ষা করিবে। অনন্তর প্রাচীন ধর্মের ব্যাখ্যা না করিয়া গৃহস্থালী প্রাবেশ করিবে।

অতি উদ্ভব ব্যবস্থা। ভ্রাতবল্লভের স্ত্রী নিষাদবানু হইয়া বেদ বেদীধারা প্রভৃতি উল্লত শাখা সকলের মর্যাদাগ্রহণ করত জ্ঞানবানু ও বিভিন্নবাগীশ এইং বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ করিবার আগে ধন সংগ্রহ কর
ধার না কর, জ্ঞান সংগ্রহ করিতে হইবে। হাম্বের বিষয়, এ নিয়ম
এখন গ্রহিত নাই; স্ত্রীরাং এখন দশ বল, এগার বল, বার বল, সকল
পুরুষের বিবাহ হইয়া থাকে। পুরুষকলে এমন হইতে পারিত না।
এখনকার স্ত্রী তখন বিবাহ সকলের খেলা ছিল না, মোক্ষলাভের স্বপ্রশস্ত
এবং সর্বোচ্চ প্রাগালী ছিল। কাজেই শাস্ত্রাধ্যয়ন হার। জ্ঞান সংগ্রহ
গৃহিয়া বিবাহ করিতে বরং বেলী হইত। মন্ত বল বলেঃ—

ত্রিশংসর্বে বহৎ কর্মাং হস্তাং দ্বাদশাঙ্গারাধিকীর্ণী।

ত্রাং বর্ষে৷ বধ্মোক্ষিণিং বা ধর্মে নীতিতে সত্যং। (৯৪—১৪)

বিশ বৎসরের পুরুষ মন্ত্রনামী দ্বাদশাঙ্গরীয়া কোঠাকে বিবাহ করিবে।
বিশ বৎসরের পুরুষ অট্ট বৎসরের কোঠাকে বিবাহ করিবে। এইহু
সাংসাট উদাহরণ মাত্র। ফলে পুরুষের বয়স কোঠার বয়স অপেক্ষা
খায় তিন শুধু হওয়া চাই। তবে যদি গৃহস্থালীর ছাড়ি হয় তাহা
ইছে আরে সত্য বিবাহ করিতে পারিবে।

পুরুষ ধর্ম বয়সে বিবাহ করিবে, কিন্তু স্ত্রীর বিবাহ অসম্ভবসেই
সম্প্র হওয়া চাই। প্রথম পুরোহিতী হওয়ার পূর্বে কোঠার বিবাহ না
সম্প্র কোঠার পিতৃকুলের উপরোচ্চে চৌদ্দ পুরুষ নররাগানী হইবে—
পাত্রকারিগের এমনি কাঠিন শাসন। কি অমৃত অবাহা পুরুষের বিবাহের
নিমিন্ত অর্থন যোগ এবং কষ্টার বিবাহের নিমিত অল যোগ ব্যবহার করাইয়েছেন, তাহা তাহার শ্রদ্ধা কায়া বাছু করিয়া নাই বটে; কিন্তু তাহাদের অভিপ্রায় যে একবারে বৃষিতে পারা যায় না, এমন নয়। পাত্রে এমন অনেক কথা আছে, যাহা একটি বৃষিতে দেখিলে এইরূপ ব্যবহার তাহপর্য সংস্থাং করিতে পারা যায়। সে তাপ্ত্যর্থ কি, তাহা বৃষাহবাহ চেষ্টা করিতেছে।

ইংলিঙ্গে প্রান্তাদেশে পারিবারিক প্রানালী এখানকার পারিবারিক প্রানালীর মতন নয়। এখানে যাহাকে একতরণ্ডা পারিবার বলে, ইংলিঙ্গে তাহা নাই। ইংলিঙ্গে শুধু পতিপত্নী লইয়া পারিবার। এখানে পিতা, মাতা, জোঠতার, খুবতার, ভাই, ভাইনী, মাষ্টায়ন, পিঠুগা প্রায় লইয়া পারিবার। কাজেই ইংলিঙ্গে পদ্ধতি একমাত্র সম্মত পতির সহিত। এখানে যে তত্তলিত লোক লইয়া পারিবার, পত্নীর তত্তলি সম্মত, বা তত্তলিত লোকের সহিত সম্মত। যাহার একটি লোকের সহিত সম্মত, তাহার কার্য এবং কর্তব্যের সংখ্যা অস্ত; যাহার অনেক লোকের সহিত সম্মত তাহার কার্য এবং কর্তব্যের সংখ্যা অধিক। অতএব যাহার একটি লোকের সহিত সম্মত, তাহার শিক্ষার বিষয় কম এবং যাহার অধিক লোকের সহিত সম্মত, তাহার শিক্ষার বিষয় বেশী। এই দুইটি শিক্ষার প্রকৃতিতে এক নয়। যাহার শুধু পতির সহিত সম্মত, সে প্রেমের বলে অনেক কর্তব্য সহজেই শিখে ও সম্পন্ন করে। যাহার অপরের সহিত সম্মত, সে প্রেমের সহায়তা পাই না, তাহাকে কেবল পারিবারিক প্রানালীর অনুরূপে অনেক কর্তব্য কষ্ট করিয়া অলিঙ্গে শিখিতে এবং সম্পন্ন করিতে হয়। অতঃ বয়স হইতে পতির পরিবারে থাকিয়া এই শিক্ষা লাভ না। করিয়া, এ শিক্ষা প্রায়ই লাভ করা যায় না। এ শিক্ষা লাভ না করিয়া অধিক বয়সে পতির পরিবারে আগমন করিলে, যোগ্যতা বরং শুধু পতির প্রতি সংক্রান্ত এতিই অস্ত্রাদগ্য হয় যে, অপরের প্রতি পারিবারিক নিয়ম বজায় রাখিতে না।
বিবাহ।

কঠিন সাধন করিতে সে নিভাতই অক্ষম হইয়া পড়ে। আরো এক কথা।
যাহার শুধু পতির সহিত সম্বন্ধ, সে শুধু পতির মনের মত হইলেই চলে।
কিন্তু যাহার অপরের সহিত সম্বন্ধ, তাহার অনেকের মনের মত হওয়া আবশ্যক।
কিন্তু এই অপরের মনের মত হইলেই হইলে সে সবগুলি কায়কথা হয় না, অপরের দ্বারা গঠিত বা প্রক্ষিপ্ত হইলেই হল হয়।
সে রকম শিক্ষা। আমি বলি যে সত সহিতল্লাঙ্গ ও কার্যকর হয়, বেশী বললে তত হওয়া অসম্ভব।
ফল কথা, যাহার অনেকের মনের মত হইতে হইবে, অনেকের তাহাকে মনের মত করিয়া লওয়াই ঠিক পদ্ধতি।
পবিত্রসহ সমস্ত ব্যক্তির সহিত পত্নীর কিংবা সম্বন্ধ, প্রাচীন শাস্ত্রাকাবেঢ়
তাহা বুঝিতেন এবং বুঝিতেন সেই সমস্ত যাহাতে স্বয়ং সম্বন্ধ হয়, একপ
কামনা করিতে। বিবাহের মনের মধ্যে নির্ভুলতা মন্ত্র দেখিতে
পাওয়া যায়:—

সম্ভাজী খণ্ডে ভব সম্ভাজী খণ্ডং ভব।

নন্দন্তি চ সম্ভাজী ভব সম্ভাজী অধিদেবরু।

বর কন্যাকে বলিতেছেন:—খণ্ডে সম্ভাজী হও, খণ্ডে সম্ভাজী হও,
নন্দন্তি সম্ভাজী হও, দেবর সকলে সম্ভাজী হও।

এ কথার আত্মপ্রভা এই যে, সম্ভাজী যেমন গ্রন্থাবলের সেবা করিয়া।
তাহাদিগকে হেন রাখেন, কভো। তেমনি খণ্ড, খণ্ড, নন্দন, দেবর গ্রন্থীর
সেবা করিয়া তাহাদিগকে হেন রাখুন।

বিবাহ গ্রন্থায় ঈহাও নির্ধিষ্ট আছে যে, বর নির্ধিষ্ট মত পাড়াইবা
কন্যাকে কেন নক্ষত্র দেখিতে বসে।

এবমনি কবীর্ধ পালিকুলে তুমাসম।

হে ঈহাও কন্যায়! তুমি যেমন অচল, আমি যেন তেমনি পতিকুলে অচলা,
হই।
১৭৮ হিন্দুত্ব।

উভয় মন্ত্রের তাত্পর্য এই যে, পতিব্র পরিবারে সকলের সহিত পত্নীর স্বত্ব সবচেয়ে আধ্যাত্মিক হওয়া আবশ্বক। কাবণ তাহা না হইলে তিনি শাপ, শোণ, দেবর প্রশ্নিত কাহারো প্রতি প্রদায়নী এবং পতিকুলে অচলা হইতে পাবেন না ।

ইংরেজি পত্নীর প্রেমের একটি মাত্র সম্মান, হিন্দুপত্নীর প্রেম নয়। হিন্দুপত্নীর বহুবিধ সম্মান। দেখা গেল যে, হিন্দুশাসনকার হিন্দুপত্নীকে সেই বহুবিধ সম্মানের উপায়ী করিতে উৎস্মুখ । অতএব এক বক্তা নিশ্চয় কবিতা বলা যাইতে পারে যে, পতিকুলের জাতি এবং বহুবিধ সম্মানের ভাবিতে হিন্দুরাজকার হিন্দুপত্তার শৈশব-বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন ।

হিন্দুপত্তার যে সকল সম্মানের কথা বলিলাম, তাহা ছাড়া তাহার আবেকটি সম্মান আছে। সে সকল পত্নীমারেরই আছে, কেননা তাহা পতিত সহিত সম্মান। কিন্তু বোধ হয় যে, পতিত সহিত হিন্দুপত্তার সম্মান যে প্রকৃতিতে, অন্ত কোন দেশীয় পত্নীতে সে প্রকৃতিতে নয়। অতএব দেশের পত্নী পতিত সমান। সেই সমানতে যতই কেন নিবেদন তার থাকে না, তাহাতে পার্থক্যের ভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত নয় । ফলতঃ পার্থক্য ব্যতীত সমানত অসুখ। ইংরাজ প্রভূতির দেশে লোক-সাধারণ এবং পণ্তিক একেকটির উভয়েই পতি এবং পত্নীর সমানত রক্ষা। কবিতার নিমিত্তে তাহাদের পার্থক্য-মূলক পৃথকঃ পৃথক স্বত্ব করিতে এবং সেই সকল স্বত্ব বঞ্চার করিতেই বিশেষ উৎস্মুখ ও যত্নযুক্ত হইয়া থাকেন। ইংরাজ পতি এবং পত্নীর প্রতোক কার্যে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। মিল প্রভূতির দার্শনিক-গণের গ্রন্থে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং মহাকবি শেলিয়ো Revolt of Islam নামক কাব্যে এবং কএতিপ্রয় গল্পে রচিত একাদিক এই কথার সকালে জানালাম প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এ দেশের লোকেবে সম্মান সে বক্তম নয়। এ দেশের পণ্তিক পতি এবং পত্তার একটু।
বিবাহ।

ফকি মান করেন। তাহাদেব মতে বিবাহের উদ্দেশ্য এই যে, অসম্পূর্ণ পুরুষ স্ত্রীর সাধিত হইয়া পূর্ণ পুরুষ হইবেন । মম বলনে৷

এতানেরুপের বন্দ্যায়া প্রবলত হ।

বিপ্রাণ প্রাণস্থা চৈতন্যা ভরিা সা স্থতানা॥ (১২ম-৪৫)

পুরুষ বলিয়া এই প্রয়স্ত বুঝিতে হইবে—জাগি, আমি ও অপত্ত

“জিতেব বলনে৷ হে ভরিা ও ভঞ্জা। এই হইয়ে দাওই পুরুষ।

কিছু বিবাহে প্রক্ষেপ উদ্দেশ্যও সেই একবল-সাধন । যথা—

ক্ষমশত্রু বিশেষে দেবাম্ সন্তোগো ক্ষুধামি নে৷

সন্তোষিয়া সন্তানা সুমুদ্রে৷ দর্শাৰ্নু নে৷

থে কল্যাচকে বলিয়াছেন ।—বিশেষে আমাদের উদ্দেশ্য হায় পরিহ নকন। জল সকল, প্রথায়, * প্রিয়ানি, উপরেশ দেবতা, ইহারা সমাজের উদ্দেশ্য হয় একভাবে সম্পূর্ণ করান ।

আর একটি মতে এই কল্যাচকে বলিয়াছেন ।—

মম স্বপ্ৰেছে হে জাগি ধমামি মম চিন্তাচ চিন্তাত তোহা মম বাচ্চেকৃতনা

যব প্রিয়াপতিরনিন্যুকু সমঃ ।

তুমি আমার কল্যাচ হন্ত সমুখ কর। কোমর চিন্তা আমার চিন্তায়

ক্ষুধামি হইক বহু বহু মনে আমার মাৰ্য সেবা কর। প্রিয়াপতি

কল্যাচে আমার নিমিষিতে নিযুক্ত করান ।

বিবাহ-সমাপনে আর ভোজনকালে বব ধরিয়া কহিয়াছেন ।—

অরসামৌন মণ্ডিলা প্রাণুষবেণ পূর্ণমিল।

বশ্যায়িত সাড়াগতিঃ অনশী অজ্জনকৃত হে৷

অর্ঘ্যং—হাৰ মহাবন্ধ আমার-শ্বরুপ, যাৰা প্রাপ্ত লবন-শ্বরুপ, সত্য

* ইলোমা স্বর্গিণী নামক প্রেমে চলাচল মাত্রিব। শত্রুর প্রাণবাহু অর্থ করিয়াছেন ।
হিন্দুদের প্রথম হর হলো, সেই সময় অন্যরূপ পাশে তোমাকে চিন্তা করিয়ে আমার আমার হস্ত হওয়া যায়।

আব একটি মন্ত্র যে যে যে যে বর কন্যাকে বলিয়েছেন :—

যদেহতি হস্ত তব তন্ত্র হস্ত যম ভব।

যদি হস্ত যম তন্ত্র হস্ত যম ভব।

এই যে তোমার হস্ত, তাহ আমার হস্ত হওয়া; এই যে আমার হস্ত, ইহা তোমার হস্ত হওয়া।

কিন্তু শাপকরবে শুধু হস্তের মিশ্রণে পরিলক্ষিত নন। তাহারা সম্পূর্ণ সর্বাঙ্গের মিশ্রণের অভিলাষী। সেই হস্ত যে কন্যাকে বলিয়েছেন :—

প্রাণীতে প্রাণীন সমাধি অমিতভিত্তিন মানসীমান্তানি মথ তোম।

প্রাণে প্রাণে, অনিতে অনিতে, মানস মানসে এবং চর্চে চর্চে এক হিমাল।

কড়াকাষ্ট্টি যাদ পড়িবে না। পুরুষের সেই কড়াকাষ্ট্টির কথা মনে আছে না?

সাহস করিয়া বলিয়া, পাঁচি, পত্নীর প্রেম মিশ্রণ, একটি এককের পৃথিবীতে আর কোন জীবি করিয়া করে না। হিন্দুবিধে শ্রী এবং পুরুষের পার্থক্য বিনষ্ঠ হিয়া। একস্ত সম্পাদিত হয়—শ্রী এবং পুরুষ

পরস্পরে মিশিয়া যায়। সে বিবাহ-প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, তখন আমার দুইটি বাচ্ছিকে দেখিয়া থাকি। সে বিবাহ-প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়, তখন আমার কেবল একটি বাচ্ছিকে দেখিয়া পাই। জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, বায় যেমন বায়ুতে মিশিয়া যায়, সেই দক্ষ হইলে যেমন পণ্ডিতে মিশিয়া যায়, অগ্নিশিখা যেমন অগ্নিপুঞ্জে মিশিয়া যায়, আল্লা যেমন পবিত্রস্পন্দ মিশিয়া যায়, তখন পুরুষ তবে ভার্তি এবং শ্রী তোমারি পুকুর


data:image/png
বিবাহ।

মিশিয়া গিয়াছে। এমনি মিশিয়া গিয়াছে যে, ২ আর ২ নাই—১ হইয়া গিয়াছে। যে ১, ২ হইয়াছিল, সেই ২ আবার ১ হইয়া পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ নিজে তেন হই। হইতে হয় বিবাহ করিয়া স্ত্রী ও পুত্র। নিম্নাঙ্কন করিয়াছিলেন, সেই ছই কঠিন মিশিয়া এবং মিশিয়া আবার সেই এক সম্ভবত হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্মে বরমূখ অথচ মুক্তি তাই। হিন্দুবিবাহের গী এবং পুকুর মিশিয়া একটি মূর্তি অথচ বরমূখ স্তূ হয়। স্ত্রী এবং পুকুরের মুক্তি অথচ পাবনাকার সদ্ধারনের স্বরাষ্ট্র শারীরিকেরা যে দক্ষতা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও এই বিবাহনিপ্রস্তু অপূর্ব একমাত্রীক। 

তাহারা বলেন, “স্বামীর স্বামীতে স্ত্রী স্বর্গিণীকে হয় এবং স্ত্রী স্বামীকে অপূর্ব শুট হইতে উদ্ধার করুন। তাহার শুট হুহূ শুটে বাস করুন।”

পৃষ্ঠার ধর্মোন্নয়ন সম্পর্কে মন্ত্র বলিয়াছেন।

নাতি শ্রীপুত্র প্রথমে ন বতি নাপাপোপোথিত ।

পতিত গুরুততে তেন তেন পুর্ণ মহীনেত। (৪৫–১৫৪)

ক্রীস্তের পৃথক বন্ধ বদ্ধ বা উপবাস নাই, শ্রী কেবল পতি-শূন্তের কবিবাহস্তে সন্তান কর্মসংক্রান্ত হয়।

এবং পতির ধর্মমূল্য সম্পর্কে সহায়তার এই রূপ লিখিত আছে:

(১) পিতৃরা ধর্মকার্য্যবুদ্ধ।

অর্থাৎ, ভার্ত্তা ধর্মকার্য্যে পাদিত পিতা অর্থাৎ মহাপুত।

(২) দারাঙ পদাঙ পতিত।

অর্থাৎ, ভার্ত্তা পাদির পরম পতি।

*“নাতিশৃঙ্খলা বা ব্যাধ প্রথম অপন পতিতে বিবাহে কবিবাহ স্ত্রী ও পুত্র রূপে করিয়াছেন

বিবাহের পর আবার সেই পতিতে এক হইয়া যায়।”

পাতিত হরপ্রসাদ শারীর চাপঘটিত নামক ব্যাখ্যায় ৩৬ পৃষ্ঠা।

† ঐ পৃষ্ঠের ঐ পৃষ্ঠ।
"We shall become the same, we shall be one
Soul within two frames, Oh wherefore two?
One passion in twin hearts, which grows and grew,
Till like two meteors of expanding flame,
Those spheres instinct with it become the same,
Touch, mingle, are transfigured; ever still
Burning, yet ever inconsumable.
In one another's substance finding food,
Like flames too pure and light and unimbued
To nourish their bright lives with baser pray,
Which point to Heaven and cannot pass away
One hope within two walls, one will beneath
Two overshadowing minds, one life, one death.
One Heaven, one Hell, one immortality,
And one annihilation."
বিবাহ।

কিছু পত্নীকে পতিতে এত মিশাইয়া দিতে হইলে পতির পত্নীকে
গড়িয়া লঙ্ঘন অপরাধ আরম্ভ করিয়া ভুলিয়া তোলা চাই। তিনি নিজে যে প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ধার
করিয়া দাচেন, তাহার পত্নীকে সেই প্রণালীর পক্ষপাতী করিয়া তোলা
চাই। পত্নী পরিকর্ষণ সুষ্ঠ হওয়া চাই। কিন্তু স্থানাঙ্ক গোড়া নিয়
হয় না। পরকে সর্ব রক্ষে আপনার করিতে হইলে, পরের সর্ব সর্ব
আপনার হাতে রাখা চাই,—পরের দেহ বল, মন বল, হৃদয় বল, অমৃত
বল, সকলই আপনার হাতে রাখা চাই। কিন্তু পরের বয়সে—অমৃতক
হইলে তাহার সর্বস্ব আপনার হাতে পাওয়া যায় না। সত্যান্বেকে আপনার
মনের মত করিতে হইলে, তাহার শৈশববংশ হইতেই পিতা তাহার
শিক্ষার ভার নিজ হতে গ্রহণ করেন। মনের মত চেলা করিতে হইলে,
নহান্ত বালক দেখিয়া চেলা নিয়ুক্ত করেন। পাঠান্বেক যেমন পোষ মানে,
বড় পশ্চিম যেমন গোষ মানে না। রাঘীতেকে বলে পাঠাইবার সম্মত
করিয়া ভাবিতেছেন সং—

শৈশবাং গৃহীত গোষিতাং প্রিয়াম্মু সৌদীমাদপূর্বকাসাঘরামিমামু।
ছয়না। পরিপূর্ণী মৃদুবরে সৌনিকো গৃহশক্তিকর্মিব।

(উত্তরচরিত)

এ গুণ চমৎকার একুশ বটে। কিঞ্চ হিন্দু-পৌরাণিক একুশ অগ্রসর। কনিষ্ঠ
একুশ গুণ হইতে, হিন্দু-সম্প্রদায় একুশ অগ্রসর এবং কর্ষর। কবির একুশ গুণ অগ্রসর
কইয়া, হিন্দু-সম্প্রদায় একুশ অগ্রসর এবং বহির্গত চই হইয়া। কবির একুশের
সাহিত্য নির্জন মীমাংস হইলে ভিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হনিতে পাওয়া যায় না, গোলমালে বে সরীষ
জিরার যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের একুশের সাহিত্য পৃথিবীর হর্ম্ম কলালঙ্কার কর্মক্ষত
হইতে উদ্ভিদ হইয়া পুরো সম্ভাবনা এবং মেঘের একজনে বাঁধিয়া ফেলে। কবির একুশ poetic;
হিন্দু সম্প্রদায় একুশ cosmic। কবির একুশ lyric; হিন্দু-সম্প্রদায় একুশ dramatic
tic। নাটকে পীতাংশে, কিঞ্চ ভেতে নাটক থাকে না। হিন্দু-সম্প্রদায়ের একুশই উদ্ভিন্ন।
বাল্যকাল হইতে প্রিয়াকে পোষণ করিয়াছি; এমনি প্রণয় যে আমার হৃদয়ে যে ভাব তাহার হৃদয়েও সেই ভাব, কেন বলে নাই। তাহাকে আজ কি না চল করিয়া মৃত্যুর হইতে দিতেছি, যেন কসাই হইয়া গৃহপালিত্ত পফিকেটে বধ করিতেছি।

ফলতঃ যাহাকে আপনাতে মিশাইতে হইবে, যাহার কিছুই আপনি হইতে পৃথক থাকিবে না, তাহাকে গোড়া। হইতেই আপনাতে মিশাইতে আবদ্ধ করা কর্তব্য; তাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত আশা এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষা আপনার অভিলাষিত্বার্থও হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যাহাকে এই কথান এবং গুহস্ত মিশ্রণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার জ্ঞানবান, বিদ্যাবান এবং পরিত্বরণ হওয়া। চাই, এবং যাহাকে এই রকম হাড়ে হাড়ে মিশাইতে হইবে, তাহার বালিকা হওয়া একাক্ত আবশ্যক। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারিদের মতে পুরুষের বিবাহের বয়স বেশী, বীব বিবাহের বয়স কম। হিন্দুশাস্ত্রকারিদের ব্যবস্থা কি অমূলক, অখর-হীন, না অনিষ্ঠকর। ব্যবস্থা যে অমূলক বা অখরহীন নয়, তাহা এক রকম রুহাইলাম। অনিষ্ঠকর কি না, তাহাই এখন বুঝাইব।

ঈশ্বর এবং পূরুষকে মিশিয়া। যদি চিরকালের জন্ত একটি বাক্তি হইতে হয়, তাহা হইলে শৈশবায় হইতে জীবেক পুরুষের শিক্ষাবাধিত থাকিতে হইবে, এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। অতএব বিবাহের সময় সমস্তে হিন্দুশাস্ত্রকারিদের ব্যবস্থা অনিষ্ঠকর কি না, এ প্রশ্নের প্রকৃত অর্থ এই যে, বিবাহের দ্বারা পুরুষের যে একটি সম্পাদিত হয়, তাহার ভাল কি মন্দ? হইতে ব্যাক্তিকে যদি একটি কর্ম করিতে হয়, তবে তাহার এক-মন এক-প্রাপ্ত হইলেই কর্মটি সন্ত্রাসের সম্পন্ন হইয়া থাকে। একতর তাহার কোন অমরূঘ বা কোন মন্দ হইলে কার্য্যটিও সন্ত্রাস হয় না। এবং হইতে মনের মধ্যে কেহই কর্ম করিয়া সুখ বা উদ্দেশ্য লাভ করে না। অতএব তাহার মধ্যে উদ্দেশ্য সাধনার্থ যদি বিবাহ করিতে হয়, তাহাল
বিবাহ।

হইলে পত্নী এবং পতির এক-মাধ্যম এক-প্রাণ হইয়া জীবনান্ত নিম্পব্ধ করিয়া কর্ষণ। অধিকতর, স্ত্রী এবং পুত্র, এই ছই লইয়া মহিষ্য। স্ত্রী স্নাত, পুত্র সাম; স্ত্রী পদ্মিনী, পুত্র দ্বর্গ।। পদ্মিনী এবং দ্বর্গ একত্র হইলে তবে একটি পূর্ণ জগৎ হইয়া রহ। অতএব স্ত্রী এবং পুত্রের সম্পূর্ণ মিলন না হইলে মহিষ্য হয় না। স্ত্রী, পুত্রের প্রয়োজনীয় এবং পুরুষ, স্ত্রীর প্রয়োজনীয়। কাজেই পুত্র যাতীত স্ত্রী অসম্পূর্ণ এবং স্ত্রী ব্যাতীত পুরুষ অসম্পূর্ণ। যদি ছই জনকে সম্পূর্ণ হইয়তে হয়, তাহা হইলে এই জনে মিলিয়া এক হওয়া আবশ্যক। মিলিয়া তেমন অভাব মোচন হয়, আর ভিন্নতে তেমন হয় না। অমিষ্ট দ্বারকে কুমিথি করিতে হইলে অমিষ্ট দ্বার সহিত মিট দ্বার মিলিতে হয়। মিট দ্বার যত কম মিশান হয়, অমিষ্ট দ্বার তত কম মিট হয়। অতএব স্ত্রী এবং পুত্রের সম্পূর্ণ মিশান মহার্থমন্ত্রার মধ্যে। তাই বলি, যদি ধর্ষচর্যা ঘটায় জীবন পবিত্র হয় তবে স্ত্রীপুত্রে মিশিয়া ধর্ষচর্যা না করিলে ধর্ষচর্যা অক্ষীর এবং এক রকম অসন্তোষ হয়। ছইট দ্বারকপূর্ণ ছইট নদী মিলিয়া একটি ধ্যানে আনয়ন করিতে না পারিলে, মানুষের জীবনে আহতি স্নায়ু সম্পূর্ণ এবং সঙ্গীতময় হয় না। যুক্তিহীন পুপাঙ্গ না দিলে দেবার্থনা করিয়া কী আসু মিটে? হিন্দুবিষয়ের উদ্দেশ্য এই মিশান এবং একাকরণ। সে উদ্দেশ্য ব্যতি মহৎ এবং গৃহীত ত্যব্যাখ্যায়, তাহ কি অবিকার করা যায়?

হারারা ইম্রাজি সমাজনীতির পক্ষপাতী, তাহারা বোধ হয় বলিয়া না, স্ত্রী এবং পুত্রকে মিশাইয়া। এক করিতে, ছই জনের যে সকল পৃথক পৃথক মনোরঞ্জিত এবং স্বচ্ছ আছে, তাহার ব্যাধিন এবং সমাজ স্বৰ্গীয় হয় না। এ কথার প্রথম উত্তর এই যে, যদি তাহা না হয়, তাহা হইলেই।

সামাজিক কর্ম নাজেহ পুলিন বং।
হিন্দুস্তান।


দশজন মিলিয়া একটি উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে কেহই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না, সকলকেই কিয়া পরিমাণে আপন আপন স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিতে হয়। অপরের সাহায্যে আপনার কর্ষ সাধন করিতে হইলে, অপরের কাছে আপনার কিয়াদান বলি দেওয়া নিতান্ত ভাল।

বিভিন্নতার এই ক্ষে, স্ত্রী ও পুত্র মিলিয়া এক হইলে চৌহন জনের যে পৃথক পৃথক কর্থ ও মনোরুপ্তি আছে, তাহার স্বাধীন ও সমালোচক স্ফূর্তি হয় না, এ কথার কোন অর্থ নাই। প্রাপ্ত প্রণয়ে মাননি হইয়া পতি এবং পত্নী একটি উদ্দেশ্য সাধনার্থ একটি কার্যে নিযুক্ত থাকিয়ে পারেন।

কিন্তু যদি সেই কার্যর্থে যে রকমে করিতে সমর্থ, তাহার তাহা সেই রকমে করিবার কোন বাধা নাই। পতি এবং পত্নী উভয়ই অতিথিদেরার নিযুক্ত। কিন্তু পতি কেবল অর্থপারিত্র করিয়া অতিথিদেরার জন্য স্বাধীনতা আহরণ করিয়া দিতেছেন। পত্নী ব্যহতে সেই সকল দ্বাব-পালন দ্বাব। অর্থান্তর প্রকৃত করিয়া, সম্মানকে যেমন ধন করিয়া স্বয়ং ভোজন করার। থাকেন, অতিথিকে তেমনি স্বয়ং ভোজন করাই-তেছেন। শাস্ত্রকার্যদির ব্যবহার হইত। পতি প্রাপ্তিহীক অঙ্গ সম্পর্ক করিয়া, পত্নী সেই যত্নের নিমিত্ত অন্ত প্রকৃত করিয়া দিবেন।

ভূত্তিতে উভয় এই যে, একমাত্র একটি উদ্দেশ্যের অধুনান্তর হইলে কি পতি, কি পত্নী, কারো পৃথকভাবে কার্য করিবার বেশী অভিজ্ঞতা হয় না। যতদূর অভিজ্ঞতা হয়, প্রাপ্ত প্রণয়ে সেইতুক যেমন অবিশ্বাস।
বিবাহ।

এবু গীতিকব প্রণীততে চবিতার্থ কথা যায়, এর্গ অন্য অবস্থার
প্রতিসম কথা যায় না।

ঈহারা ইংবাজি সমাজের পক্ষপাতী, তাহাদের সন্ধে আছে হই
তাতকে একটি কথা বলা অবস্থায়। প্রথম কথা এই যে, হিন্দু, পশ্চিমকে প্রতিতে
কদাকালে চিন্তাকালের জন্য এটি কথায় অন্যতম বাধিতে যত্নবান।
বিবাহকালে বন কালকে এই মন্ত্র পড়াইয়া অতি নিঃক্ষণ দেখাইখয়া
থাকেন :—

অর্থদৃষ্ট্যবকল্পনায় মিথ্যা।

হে অক্ষুতি ! আমি যেন তোমার ভায় অবস্থান অর্থাত প্রতিতে লগ
হইয়া থাকি।

তাহার পর বব বনাকে দর্শন এবং বাবংবার এই মন্ত্র উচ্চারণ
করিবেন :—

এরা যেোঁ এব পুষ্কিতী এব বিখনম জগত।

এবসঃ পূজাতা মিষ, এব পুত্তকলে ইয়ম।

আকাশ এব, পৃথিবী এব, এই বিখনমাণ সকলই এব, পৃথিবী সকল
মন্ত্র, এই সীই পুত্তকলে এব।

ঈহার তাপত্য এই যে, হিন্দু শাখকার পরাকে প্রতিতে এবং পতি-
কদাকালে বাধিয়া রাখিতে চান, এবং সেই অন্ত তিনি পতিপতির যোগকে
চিরহার্ষের যোগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইন্দ্রজিনের ঠিক সে মন্ত্র এবং
সে চেষ্টা নন্ব। তাহারা যে পত্রপতির সম্ভব হারি করিতে অনিশ্চিত,
হারা নন্ব। কিন্তু পতি এবং পত্রীর স্বাধীনতার দিকে এবং পৃথিবী পৃথিবী
আকাশ, আর্দর এবং অখিরচির দিকে তাহাদের বেশী দৃষ্টি, এবং সেই
জন্য তাহারা পতি এবং পত্রীর বিবাহগ্রন্থ যাহাতে বহেল খোলা যায়, সেই
চেষ্টা করিয়া থাকেন। হিন্দু বলেন, পতি এবং পত্রীর মধ্যে আজ যাদু
কোন অর্গনে বারণ থাকে, কাল তাহা অন্যুষ্ট হউক, কাল বদি অঞ্জে।
পরের কারণ হয়, পরবর্তী অদৃশ্য হউক; মোট কথা, পতিত এবং পতিত মধ্যে সমস্ত অপর্ণনের কারণ বিনিয়োগ হইয়া ক্রমেই তাহারা পরস্পরে মিশিয়া যাইতে।* ইংরাজ বলেন, পতিত এবং পতিত আজ্ঞা পরস্পরের শব্দে তাহারা কিন্তু কাল তাহাদের মধ্যে অপর্ণনের কারণ অমিতে পারে, এবং যদি তাহাই হয়, তবে পরবর্তী তাহারা যাইতে দাম্প্তরিক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, আইনে এক্ষণে বৃদ্ধি থাক। আবশ্যক। হইতে, পতিত পতিত বিবাহ ভঙ্গিয়া তাহাদের দাম্প্তারিক আঁটিয়া দিতে চান। ইংরাজ পতিত বিবাহ বিবাহ ও পুনরুদ্ধারের পূর্বে দিয়া তাহাদের দাম্প্তারিক ব্যবস্থা খুলিয়া দিতে চান। হিন্দু অংশ ‘এবং পালনের পক্ষপাতী, ইংরাজ প্রলয়ের পক্ষপাতী। হিন্দু এবং ইংরাজের মধ্যে এই প্রভেদ অতি আরুর্দব এবং ইহার তাপস্যা ও অতি প্রশ্ন। ইহার দুইটি তাপস্যা আছে। একটি তাপস্যা এই, হিন্দু এমন বয়সে কঠোর বিবাহ দেন যে, তখন তাহার পতিত তাহারকে শিক্ষা দ্বারা আপনার মনের মত করিয়া লইতে পারেন, এবং সেই জন্য যত দিন যায়, তিনি ততই পতিতে মিশিতে

*বিবাহায়িত বর অধিও পুর্ব্বকে সমোচধন করিব। বলিবেই—

(1) আমে প্রাপ্তিতে হং দেবনাং প্রায়শ্চিত্তিরি রাজ্যার্থী নাথকাম উপাধিবামাত্র। নাথাম পতিত ভূতপ্রতাচার। নাশন যাহা।

হে সফর্দৌষ্ঠোর অধিমা! তুমি দেবলোকের দাঁড় ভিন্ন করিয়া থাক, এই রূপ আমি শরণার্থী তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম, ইহার (এই কথায়) পরিবর্তকে অজ্ঞ বিনিয়োগ কর।

(2) পূর্ব্ব প্রাপ্তিতে হং দেবনাং প্রায়শ্চিত্তিরি রাজ্যার্থী নাথকাম উপাধিবামাত্র।

হে সফর্দৌষ্ঠোর পূর্ব্ব। তুমি দেবলোকের দাঁড় ভিন্ন করিয়া থাক, এইজন্য আমি শরণার্থী তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম, ইহার (এই কথায়) পূর্ব্বকে বিনিয়োগ অজ্ঞ বিনিয়োগ কর।
পাপ পুণ্য আছে। মানুষের ভার ইহাদের প্রাপ্তি প্রণয় আছে। মানুষের ভার ইহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আছে। মানুষের ভার ইহাদের ধর্ম আছে। ইহাদের এক একটি মানুষের ভার এক এক জন। মানুষের সকল সমুদ্রের বস্ত বলিয়া এক এক জন নয়; আপনারা সকল সমুদ্রের অধিকারী বলিয়া এক এক জন। মানুষ যেমন ইহাদিগকে হইয়া সংসারধর্ম করে, ইহারাও তেমনি মানুষকে হইয়া সংসারধর্ম করে। মানুষের জীবন যেমন ইহাদের জীবনের অন্তর্গত, ইহাদের জীবনও তেমনি মানুষের জীবনের অন্তর্গত। প্রাণের অন্তর্ভুক্ত সত্য এবং ইহারা সকলেই এক আকারে এক তাঁহার এক লোকে মিশিয়া রহিয়াছে। তাই কাননে সুল ফুটিয়া মহাযোগে প্রথম ফুটিয়া উঠে, অনুত্তীর্ণ রোহিত বিশিষ্ট রহিয়া উঠে। হিন্দুর সাহিত্যে যে রকম পাহাড় পর্বত রূপ লতা ফুল ফল জল হল দেখিয়া পাই, আর কোন সাহিত্যে সে ষে রকম দেখিতে পাই না। অন্য সাহিত্যে বৃহৎ লতা পাহাড় পর্বত ফুল ফল সজ্জিত সরোবর আছে, কিন্তু হিন্দুর সাহিত্যে সে পরিমাণ আছে, সে পরিমাণে নাই। যাহা আছে তাহা পাই মানুষের ভোগ স্বপ্নের উপকরণ বলিয়া আছে; মানুষের ভার সরবরাহনর অধিকারী বলিয়া নাই। হিন্দুর সাহিত্যে মানুষের ফুল ফল সজ্জিত সরোবর আছে, কিন্তু হিন্দুর সাহিত্যে সে পরিমাণ আছে, সে পরিমাণে নাই। হিন্দুর সাহিত্যে মানুষ-ফুল ফল সজ্জিত সরোবর আছে, কিন্তু হিন্দুর সাহিত্যে সে পরিমাণ আছে, সে পরিমাণে নাই। হিন্দুর সাহিত্যে মানুষের ফুল ফল সজ্জিত সরোবর আছে, কিন্তু হিন্দুর সাহিত্যে সে পরিমাণ আছে, সে পরিমাণে নাই। হিন্দুর সাহিত্যে মানুষের ফুল ফল সজ্জিত সরোবর আছে, কিন্তু হিন্দুর সাহিত্যে সে পরিমাণ আছে, সে পরিমাণে নাই।
হিন্দুঘট।

ঝগতে যাহা কিছু অাছে সকলকেই সমান জ্ঞান করেন এবং সমান ভালবাসেন। তাই হিন্দু প্রেম বা মৈত্রী মহাকাশে আবহন নয়, জীবনে আত্মরক্ষা বলিয়া জীবনেও আবহন নয়। জীবনকে অতিক্রম করিয়া বৃষ্টি লাভ। ফুল ফল সুরিৎ সরোবর পাহাড় পর্বতপূর্ণ জীবনে প্রসারিত। এইভাবে হিন্দু কার্যে—
বাত্রীকির রামায়ণে, ব্যাসের ভাষার, কাল্পনিক কৃমারে মেঘনুুতে শকুন্তলার রবুুতে, ভবুতির চরিতে, কিরাতার্কনীরে, ভাগবতে, পুরাণে—হর জগতের সামাজিক এই বৈষ্ণব এবং মুর্তি এই জীবন, জুড়াই-শৃঙ্খল, চেতনাসম, তাব্দ্যু, মনোহর। আবার হিন্দু সাহিত্য চারিতা তাহার সংগারাধ্য দেখিলে মৈত্রীবাদ তাহার জীবন এবং চরিতে কতদূর গড়িচ্ছে তাহা রুজিতে পারা যায়। হিন্দুজাতি রুদ্ধ লতা। ফল ফুলের বড়ই অন্যবিক। সকল হিন্দু বাড়ীতেই কতকগুলি কার্য বৃক্ষক সত্য রক্ষিত হইতে দেখা যায়। ইউরোপীয়রাও বৃক্ষকার অন্যবিক এবং তাহার বাড়ীতেই রুক্ষক সত্য রক্ষিত হয়। কিন্তু এই জাতির রুক্ষকার প্রতি বন্ধ ও অন্যবিকের কারণ এক নয়। ইউরো-পীয়রা। রুক্ষকার শোভার জন্য রুক্ষকার অন্যবিক; হিন্দু রুক্ষকা পালনীয় এবং মনের পদার্থ বিদ্যা রুক্ষকার অন্যবিক। রুক্ষকা জল না পাইলে শোভা হইলে এবং বন্ধের বন্ধু বন্ধু হইলে গৃহীত শোভা এবং বন্ধের বন্ধু বন্ধু করিতে পারিতে না বলিয়া ইউরোপীয়রা। রুক্ষকার জল দেয়। জল বিন রুক্ষকা পাওয়া তুষার কাপড় হয় এবং পুষ্কন্তু মরিয়া যায়, এই ভাবিয়া হিন্দু নরনারী রুক্ষকার মুলে জল দেয়।

পাঠেন ন প্রথম ব্যবস্থাতি জলে মুখার্জিতের যা,
নাদন্তে প্রিয়মুদ্রাপি ভবতাম্ম সমুহেন যা পালনমও।
আদে বং বৃহম্মপ্রস্থতিসময়ে যত্ন ভবভূতয়বলে,-
সেই মাতি শকুন্তলা গতিগৃহ সর্বকালের মায়াতায়াশু।
মেঘী।  ২৯৫

তোমাদিগকে জলপান না করাইয়া যিনি অগে জলপান করিতেন না, যিনি অলঙ্কারধর হইলেও সেই বশতঃ তোমাদের পালন গ্রহণ করিতেন না, তোমাদের প্রথম পুপ্পোদগম সময়ে যাহার নির্বিশ্বাস আনন্দ হইত, সেই শকুন্তলা পতিগৃহে গমন করিতেছেন, তোমরা অসন্তান। প্রদান কর।

অতএব মন্মথ, গুণ, পশ্চা, কুমিকন, কীট, রক্ষ, তস্তা, পাহাড়, পার্বত, চল, শুল—জগতে যাহা কিছু আছে, হিন্দু কাছে সকলই সমান, সকলই প্রীতির পাত্র। এক বন্ধ-পার্ব্য এই সকলেতেই আছে, অতএব হিন্দু মতে এ সকলেই এক ও অভিনী। হিন্দু মতে মানুষ বল, গুণ বল, পশ্চা বল, জল বল, শুল বল, সকলই কেহ হইতে বিচিত্র নয়, সকলেই সকলের সহিত নিমিত্ত, সকলে জড়িত একটি জীবন। তাহি জগতে যত কিছু আছ, সকলের জীবনের সহিত হিন্দু জীবন মিশিত। হিন্দু জীবনে জগদ্ধাপী, জগৎ জগদ্ধাপী। হিন্দু মেঘী হিন্দুকে জগদ্ধাপী এবং অগং কুন্ত বিবাহ হয়ে।

অতএব বুধ গেল যে, বিশ্বব্যাপী সম্বাদনা এবং সেই সম্বাদনার লব্ধিত সর্বভূতে অধুবাগ একমাত্র হিন্দু লক্ষণ, হিন্দুধরের লক্ষণ, নিদর্শনের লক্ষণ। এবং ইহাও দেখা গেল যে, হিন্দু জীবন ও সমাজে এই ব্যাপক অধুবাগের নিদর্শন আছে।

কিন্তু বিশ্বব্যাপী সম্বাদিতা ও সর্বভূতে অধুবাগ সমবেদ্ধ একটি অতি শুক্তর কথা আছে। অতি কথিত—অতি অসাধারণ সাধনা ব্যতীত বিশ্বব্যাপী সম্বাদিতা লাভ করা যায় না এবং সর্বভূতে অধুবাগও জন্মে না। সকলই সমান, একথা মুখে বলিলেই বা যুক্তি ধারা বুঝিলেই সকলকে সমাজ বলিয়া অভিনীত বা উপলব্ধি করা যায় না। বুধ এক জিনিস, অভিনীত বা উপলব্ধি করা সম্পূর্ণ জিনিস। সর্বভূতের সমস্যা
হিন্দুধৰ্ম।

অহ্ন্তকরিতে পারিগাছ জগৎ যে সাধনা আহঙ্কার ভাগ্না বড়ই কঠিন, বড়ই অদায়ল। লজ্জিত এবং অনন্ত ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্ত উপলব্ধির নিমিত্ত যে সাধনা আবশ্যক, ঈশ্বর নিমিত্তও প্রার সেই সাধনা আবশ্যক।

যে সেইসব সাধনা করিয়াছে, সেই সংক্ষেপে সমান অহ্ন্তকর করে, আর কেন্দ্র করে না ও করিতে পারে না।, আর কেহ যদি করলে, আরো করি বা করিতে পারি, তবে বুঝিতে ইহে বে, অহ্ন্তকর করা।

কাহার বলে তাহা তিনি জানেন না। এই জগতে বোধ হয় যে, আত্মা কারণ তথ্যা যে সর্বব্যাপী সাম্য ও প্রাণিত কথা গুরুত্বের পাওয়া যায়, তাহা কেবল মুখের কথা। যে সাধনা না করিলে সর্বব্যাপী সমর্পিত কণ্ঠে পারে না, যাহাদের মুখে সর্বব্যাপী সাম্য ও প্রাণিত কথা জন্য হারায়, তাহাদের যে সাধনা করিবাছেন, এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না। 

অতএব দৃঢ়ত সহকারে বলিতে পারা। যায় যে, তাহাদের সর্বব্যাপী সাম্য ও প্রাণিত কথা মুখের কথা মাত্র। আত্মিকালি কি এবং, কি ব্যবধানে, সর্বনিম্ন কথায় কাহারু উপভাবে সমালোচনায় সংবাদপত্রে যে একটা দাঙ্গা ও কার্যন বাগাড়ামার বাড়ি। উঠিতেছে, এ কথা তাহারই লক্ষ্য বা নিদর্শন বার কিছুই নয়।

ঈশ্বরপ্রসাদী বা গ্রহপ্রাপ্তী ভিন্ন সমর্পিত বা সংক্ষেপে প্রাণিত একাদিনেই অহংকার।

কিন্তু কি উপেতে কি এবং, আত্মিকালি সর্বনিম্ন ঈশ্বরপ্রসাদী কমিতেছে, পারিবহিনী বাড়িতেছে, ধর্মরাধিকারণ কমিতেছে, ধর্মসাধনা বাড়িতেছে। তবে কেমন করিয়া বলা যায় যে, এই যে সব সমর্পিত ও প্রাণিত কথা এপ্রশন প্রশ্ন বাড়িতেছে, ঈশ্বর প্রকৃত কথা, অন্তর্ভুক্ত কথা? ঈশ্বরপ্রেমর মধ্যকালে (Middle Age-এ) লোকের যেসম্বন্ধ ধর্মপ্রাপ্তী ও ধর্মাসাদিন ছিল, এপ্রা সারণ নাহ।

কিন্তু এখনকার ঈশ্বরপ্রেমী সাহিত্য সাম্য ও প্রেমের বহুল বিভক্ত ছড়াছড়ি ও আধরে আম্বালন দেখিতে পাওয়া যায় উনিশ শতকের পূর্বের ঈশ্বরপ্রেমী সাহিত্য যে রকম কিছুই নাই।
মৈত্রী।

আতএব নিষ্ঠয় বোধ হইতেছে যে, এখনকার এই সব সাম্য ও প্রেমের রথা নিতাংকুই ভুলা কথা। যে বিরাট সাধনা ব্যতিত সর্বভূতকে সমান অন্তুভ করা। এমনকি অসত্ত্ব, সে সাধনা যেখানে নাই, সেখানে যদি সর্বভূতে সমদৃষ্টি ও অন্ত্রাগবের কথা শুনা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে চাহেন যে, সে কথা অস্তারায় কথা নয়। কেন্দ্র স্থানের কথা, এমনলে তাহার কথা বিচার নিশ্চয় আসিতেন।

কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি যে, সাধারণ হিংস্র জীবনে ও সমাজে বিশ্বব্যাপী অন্তর্ভাবনা বা মৈত্রীবিদ্যায় আচা হইলে। কিন্তু যে সাধনায় সর্বভূতে সমদৃষ্টি গর্ভো, সাধারণ হিংস্কূ ত সে সাধনা নাই। তবে কেমন করিয়া। সাধারণ হিংস্র জীবনে ও সমাজে সর্বভূতে অন্ত্রাগবের নিদর্শন পাওয়া যায়? এ গুরুত্ব উপর এই যে, সাধারণ হিংস্র সাধনাতেও একটি অভিনব সাধনায় ও চিত্তের শক্তিও এত বেশি যায়, আমাদের ভুমি বিনিত হইয়া তাহার সর্বভূতে সমদৃষ্টি ও সমাজসৃষ্টি অন্ত্রাগ হইতে পারে। সর্বভূতে প্রতিপালক শাস্ত্রকারেরা ইহুই বুঝিতেন। কিন্তু তাহারা ইহাও বুঝিতেন না, সাধারণ বা প্রাকৃত মন্ত্রাকারতে ক্রমে ক্রমে মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, অতএব তাহার ক্রমে ক্রমে সর্বব্যাপী সমস্তিতা ও ধীরতা লাভ করিবার শক্তি ও প্রস্তুতি সংস্পর্শ করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ মন্ত্রমাত্র যা সংসারের লইতে থাকিতেই হইবে। সেই জন্ম শাস্ত্রকারেরা সমবালী সমস্তিতা ও ধীরতা সাধারণ মন্ত্রায় পালনীয় নিতা ও নেমিত্থের অন্ত্রাগের ভিন্তিস্রুপ করিয়া দিলেন। এই ভাবিয়া করিয়া দিলেন যে, সাধারণ মন্ত্রায় পক্ষে অচ্ছন্ন পালন তত্ত্ব করিন না, কিন্তু অন্ত্রাগ পালন করিতে হইলে অচ্ছন্ন পালনের অন্ত্রাগবারী ফলবৃত্ত হইবার মনে সর্বভূতে অন্ত্রাগ করিয়া পরিমাণে সমস্তিতা ও ধীরতা জ্ঞানে।

এই প্রণালীতে সর্বভূতে বে পরিমাণ সমস্তিতা ও ধীরতা জ্ঞানে পারে, তাহা খুব দ্রুত নয় সত্য। কিন্তু এখানে এ প্রণালী নাই, সেখানে সর্বভূতে
ভূতে যে পরিমাণ সংযোগ ও প্রিয়তা জয়িতে পারে এ পরিমাণ যে তদপেক্ষা অনেক বেশি, সে বিধৃত কিছু মাত্র সম্ভব নাই। আচারে অনৈতিক হইলে মানুষের স্থায়ী এত অনিষ্ট হইয়া থাকে।
ফ্রাঁডগ্রুত্র।

[ বিবাহ। ]

হিন্দুঘটালায়ে মাধ্যমের প্রধান উদ্দেশ্য মৃত্যুপাত। মুক্তিলভ্যের অর্থ মায়া মোহ প্রভৃতি নষ্ঠ কবিতা বিশেষ চিন্তায় ও আনন্দময় আত্মার স্রুপ দর্শন। সেই স্রুপ দর্শনেই পবিত্র দর্শন হয়। মানুষ যত দিন বাহ্যিক ও অন্তরিক্ষের অধিক থাকে কাম-ক্রোধাদি বশবর্তী থাকে এবং হৃদে বিষয়বসনা, ভোগবসনা প্রভৃতি বসনা ও কৃম্মী গোষ্ঠী কবে, তত দিন আত্মা মহাপ্রজ্ঞা থাকে, তত দিন তাহার অন্তর্যায় স্বাধীনতা থাকে না, তত দিন তাহার আত্মাকে সে দেখিতে পায় না। মানুষ সমস্ত রহিত্যাদি দমন কবিতা, সমস্ত ভোগবসনা পরিভাষা কবিতা এবং সমস্ত সাংসারিক মায়া ধণুন কবিতা আত্মাবাসার আবরণ উন্মোচন করিলে পর তবে আত্মার স্রুপ দেখিতে পায় এবং স্রুপ আত্মায় পরমাত্মা দর্শন কবিতা মুক্তিলভ্য কবে। অতএব মায়াবাস সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য যে মৃত্যু, সেই মৃত্যু লাভার্থ আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন করা একাক্ত আবশ্যক। আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন কারণ অর্থ—আত্মার যে মায়াময় আবরণ আছে তাহা বিনষ্ট করা। আত্মার এই যে মায়াময় আবরণ, ইহার উৎপত্তি মায়াবাস জড় প্রক্রিয়া। মানুষ যে কামক্রোধাদি রিপু কর্তৃক তাপিত হয় এবং ভোগবসনা প্রভৃতির বলিত্ত হয়, তাহার কারণ এই যে, মানুষ কেবল মায়া চিন্তায় আস্ত নয়, মায়াময় জড় প্রক্রিয়া আছে, অর্থাৎ ইত্যাদিন বিশিষ্ট জড় দেহও আছে। অতএব মুক্তিলভাবমাত্র আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন করিয়া অতঃপর ইহাদিন বিশিষ্ট জড়প্রক্রিয়া দমন করি একাক্ত আবশ্যক। কিন্তু সম্পূর্ণ জড়, প্রক্রিয়া বড়ই প্রয়োজন।
হিন্দুত্ব।

ষষ্ঠীয় পাঠিক বাসনা বড়ই বেল্গবতী। মহুয়ের ইন্দ্রিয়াদি বড়ই দুর্দম-নীর। এ হেন জরূরতি জন্ম করা বিশেষ আর্য্যসাধার্য। প্রতিনিধিত্ব স্বর্থত্বায়, ইন্দ্র-নিগ্রহ এবং সংস্করণ ব্যতীত এ হেন জরূরতি জন্ম করা অসম্ভব। এক দিন হই দিন, কি এক মাস হই মাস-'স্বর্থত্বায়, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বা সংস্করণ এ হেন জরূরতি জন্ম করা যায় না। সমন্ত জীবন, চৈতন্য জ্ঞানাৰ্থক্ষ স্বর্থত্বায়, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও সংস্করণ সাধন করিলে তবে এ হেন জরূরতি সম্পন্ন করিতে পারা যায়। এই জন্ম গৃহস্থানের তাকগির কৃত্রিম প্রতিষ্ঠা তুল হইয়া দেবপুজ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক, অতীতসাত্ত্বিক, ভূতপূজলাবন্ধ প্রভৃতি পাট মহাজ্ঞান করিতে হয় এবং সর্বস্বাভাবিক যোগ ব্যতির কর্তা করণ করিতে হয়। এই সকল 'নিত্যায়, ধৈর্য্যাস্তিক' কর্মে সংস্করণ অবংক, ঈশ্বর-নিরপেক্ষ অবংক, স্বর্থত্বায় অবংক, ভোগপূর্ণ-পরিভাষায় অবংক। সংস্করণাত্বের অর্থ এই সকল কর্ম করা যায় না। মহু প্রভৃতি শাস্ত্রের বলে যে, গৃহীত পাঞ্জ মহাজ্ঞান বা বিলক্ষণ শেষ পরিত্যাগ যেমন যেমন অসংখ্য শাস্ত্রের তাহা সম্পর্ক ভোজন করিয়া অর্থ প্রভৃতি কৃষ্ণ হয়, তদ্বৃত্ত ঐ সকলব বিলক্ষণ সম্পর্ক করিয়া গৃহে সমস্ত ব্যতির হইয়া পাঞ্জ ভোজন করাইয়া সর্দী শেষ অবশ্বে অসংখ্য অসংখ্য ভোজন করিয়া না। কবলে তাঁহার মহাপাপে লিপ্ত হইলে। হিন্দুত নিত্যাকর্মে স্বর্থত্বায়, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ভোগপূর্ণ-পরিভাষায় এবং সংস্করণ করা অবংক, তাহা এই একটি মাত্র বিধান দৃষ্টেই বুঝিতে পারি না। ধৈর্য্যাস্তিক স্বর্থত্বায় জীবন-যাত্রা নিবাহ করিয়া হইতু বলা এক প্রথা প্রমাণ যুক্তামল শ্রীযুক্ত পদ্মিনি গভীর দেওয়া ০।৩ না, সবালের অপেক্ষা যুক্ত ভূতের যুক্ত ভক্ত করিয়া ভোগপূজার পরিবর্তন করা চলে না। এবং এই সকল নিত্যাকর্ম করিয়া নিখিল কথা বে নিঃস্থ, একাগ্রতা ও অধ্যাদাস অবংক, তাহা বুঝিতে না।
ধাকেন। কিন্তু ইংরেজীর এমন বয়সে বিবাহ হয় যে, তখন তিনি
নূতন শিক্ষা লাভ করিতে অক্ষম, এবং সেই জগত তাহার পতির সহিত
অপর সবের কোন কারণ তাহাতে থাকিলে পতি তাহ। নথি করিতে অক্ষম
হন, এবং যত দিন যায়, কারণটি কাজেই তত প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু
সাধ্য মধ্যে কঠোর বিবাহের বয়সের প্রভেদ বশতঃ তাহাদিগের দাসত্বে
নীতি ও প্রণালীর এত আকাশ-পাতাল প্রভেদ ঘটিয়াছে। আর একটি
তাত্ত্বিক এই, অধিক বয়সে রমণীর বিবাহ হয় বলিয়া তিনি পতিকেরুক
প্রয়োজনমত শিক্ষিত হইতে পারেন না, ইংরেজ এ কথা বুঝেন। কিন্তু
বুঝিয়াও কেন তাহার প্রতিবাদ করেন না—অন্য বয়সে রমণীর বিবাহের
ব্যবস্থা কেন করেন না—এ প্রশ্নের মীমাংসা বড় সহজ নয়। আর যোগের
চিত তাহা বলিতেছি। অনেক কারণে ইংরেজ অন্য বয়সে জ্ঞাত বিবাহ
দেন না। সর্বপ্রথম প্রথম কারণ এই যে, অন্য বয়স্ক হইতে জ্ঞাত
পতির নিকট থাকে, তাহা হইলে সে অবশ্যই পতির মানসিক শাসনের
অধীন হইয়া পড়িতে। যদি তাহা হয়, তবে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা
নষ্ট হইতে যায়। সংসারধর্ম সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, ধর্মনীতি সম্বন্ধে,
সূক্ষ্ম এবং সংখ্য সম্বন্ধে এবং অন্য অন্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত
স্বাধীন শিক্ষা লাভ হওয়া উচিত তাহা হয় না। সে বেলে প্রভুর দাস
চিতে পড়ে। কিন্তু সেটি হইলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব থাকে না, অর্থাৎ
যের স্বাধীনতা থাকে না। এ কথার অর্থ এই যে, জীবনব্যাপী নির্দিষ্ট
করিবার জন্য জ্ঞাত এবং পুরুষ বয়সে মিলিত হইবে, তখন তাহার পরস্পরে
স্বাধীন ব্যক্তির ভাগ স্বাধীন থাকিবে বলিয়া মিলিত হইবে। হোক একটি
কার্য বা উপদেশ প্রেরণ না করিবা মিলিত হইবে না। আপনিই প্রেরণ,
এই ভাবিয়া মিলিত হইবে। আপনারা ইংরেজি বিবাহ-প্রণালীর মূল
চর্চা। তাই ইংরেজ, বিবাহের প্রথা ধুলিয়া দিতে এত বক্তব্য। ইহার
বিবাহ মহৎ উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া, ইহার বিবাহ-প্রথা অাটিয়া রাখিতে চান।

বিবাহ। ১৮৯
হিন্দুধ্যু ভিন্ন বুঝা তাচিত যে, ন্যায় গত্য স্বাধীনতার যদি কোন অর্থ থাকে, তবে যদি স্বাধীনতার বড় বা স্বাধীনতার না জানলে একটি মহৎ উদ্দেশ্যের অধিক করিতে কে বড় করা হবে? যদি তোমার স্বাধীনতা থাকে, তবে এমন হইতে পারে যে তোমারই স্বাধীনতা থাকে, তবে তুমি র্যাহারা অগরে র্যায় বলে। এই স্বাধীনতা বিষয়ে দিয়া যদি পোশাকগোল হইতে পারে, তবে তুমি র্যায় বলে, অগরেরা র্যায় বলে। এ জগতে একলা পার্শ্বভূমি যে না; পাঁচ একলা যাত্রিতে পারে, মানুষের পারে না। আর সকল পাঁচ একলা যাত্রিতে পারে না, মানুষের দুর্বল কথা। নদি পাচ জনকে লইয়া যাত্রিতে হইল, তবে জীবন্তার পাঁচ জনের সেবায় উৎসর্গ করিতে পারিলেই এ জগতে এ জীবনের কার্য এক রকম ক'বা হইল না? কিন্তু সৈন মহৎ কার্য সাধনার যদি ত্রীপুরুষের মিলন অবহেলা হয়, তবে রাহু স্বাধীনতাকে বড় না জানিলে, সেই মহৎ কার্যকে বড় ভাবিয়া ত্রীপুরুষে মিলিত হইলেই ভাল হয় না? যদি বল যে, ত্রীপুরুষে মিলিত হয় কতক; কিন্তু সে মহৎ কার্যের উদ্দেশ্য করা হইল, সেই জন্তই যে তাহারা মিলিত হইলে এমন কি কথা আছে? ইহার উত্তর এই যে, যদি সৈন্ত এবং পুরুষের মিলিতে হয়, তবে সেই মহৎ কার্যের কার্যক্ষেত্রে মিলিতে মিলন যে মহৎ এবং মহৎ হইতে হয়, অন্য কোন উদ্দেশ্যে মিলিতে হত হয় না। এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে সাহস করিতে বলিতে পারি যে, বিবাহের হার। জীবনের হার কার্য সাধনের করিতে হইলে যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা করিতে না বিষয়ে দিতে হয়, তবে যে মানুষ হইতে তাহার, 'ভাগ্য করা একান্ত কর্ম্য যে মহৎ উদ্দেশ্য ধারিতে সামাজিক মানুষের সহিত মানুষের প্রকৃত বিবাহ হইলে যে হইতে হারমোনিয়াদের সহিত এলিজিটেরের বিবাহ বিশ্ব সহিত সেক্টরের বিবাহ, তাহাতে সহিত নিয়ন্ত্রণের বিবাহ রামের সহিত লসনের বিবাহ।

আরো এক কথা। ইংরাজের স্বাধীনতার ধৃতি কি জন্ত না? অনুরগ্ন।
বিবাহ।

স্বাধীনতা অপলোহি হয় বলিয়া, অপলোহি অত্যাচার করিবা বা স্বাধীনতা নষ্ট করে বলিয়া। কিন্তু মহৎ কার্য্য সাধনার্থ স্বাধীনতা নষ্ট করে বলিয়া। তাহাতে অত্যাচারই বা।

বার্তায়, স্বাধীনতার উপশুনায় বা কোথায়। তাহাতে যদি স্বাধীনতার

বিলোপ হয়, সে ত শীঘ্র এবং পুরুষ উভয়ের সহিত মহৎ কার্য্য সাধনার্থ হইবে।

তত্ত্ব সে স্বাধীনতা বিলোপের বিপদে কাহারো কল্প করে কিছু তাহার

না। মহৎ কার্য্যের নিমিত্ত যাহা দেও, তাহা ত ভূমিজ্ঞান দান নয়,

তাহা মহৎ মনের মহৎ ও পরিত্রাণী আহত। ঈষ্ট্য সে মহৎ ও পরিত্রাণ

আহত ও পরিত্রাণী মন্ত্র নিমিত্ত বিবাহ করেন না, হিন্দু করেন।

বার্তায় হয় বুঝা। গেল যে, ঈষ্ট্য প্রায়স্বরূপ বিবাহগ্রন্থালীতে দামপত্যামতি

বলিয়া বিবাহ যে ব্যবহার হয় তাহ উল্লম্ব নয়, এবং হিন্দুবিবাহে শ্রীপুরুষেদের

মিশ্রণ বা এক্সটাসিয়া সম্পর্ক করা হয়, তাহা। অতি উদ্ভূত এবং

গতি প্রেমজনী। জগৎকে একই চর্চা দেবিয়া বাণ্ডিকের জগতের

মুখলভ করিতে হইবে, তাহাদের মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া করিব।

কিন্তু যদি ছাড়া গণনায়কে মিশাইয়া ফেলিতে হয়, তাহা হইলে একটি উপময়কে

আপনার অভ্যন্তর মিশাইয়া না। লিলায় করেন কবিয়া। সেই অপূর্ব মিশ্রণ

বাদ্য উঠিবে যে তবেই ত বওহ হয় যে, হিন্দুশাসনে পুরুষের বেশী বয়সে

এবং শ্রীরূপাবলম্ব বিবাহের যে ব্যবহার আছে, তাহা উদ্ভূত এবং

উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

তুমি বলিবে যে, এ পুরুষকালের ব্যবস্থা, এখন চলিতে পারে না।

শ্রীমান বিবাহে কবি, কেন চলিবে না? উপরে রুদ্ধাইয়াই যে, একান্তর্কাল

বিবাহের অমূল্যগুলি কল্যাণ অন্য বয়সে বিবাহ অবশ্যই। কিন্তু একান্তর

প্রহরের এখনও অ এদেশে আছে। তবে কেন সেই সকল

বিবাহ কল্যাণ বিবাহ অন্য বয়সে হইবে না? আর যে সকল ঈষ্ট্য

শিক্ষিত ব্যক্তি একান্তর্কালের পরিবারে করিয়া যাইতে একলা একলা থাকেন বা
হাফিঙ্গে ভাল বাণী, তাহাদিগের সংখ্যায় বলি যে, অন্য বয়সে কষ্টার বিবাহ আবশ্যক এবং বিশেষ উপকারী। একাউন্টসি পরিবারে পতি অনেক সময় পত্রীকে আপনার ইচ্ছামত শিক্ষা দিতে পারেন না। এবং অনেক সময় পরিবারে লোকের পত্রীকে পতির শিক্ষার বিরোধী শিক্ষা দিত তাহার চেষ্টা অনেক অংশে ফিক করিয়া থাকেন। কিন্তু বাহাঙ্কে পুনর্বাচনকে লইয়া হাফিঙ্গে হয় না, তিনি নির্বিশেষে এবং অপেক্ষাকৃত অলাভাভে পত্রীকে নিজের মনের মত করিয়া তুলিতে পারেন। যাহাঙ্কে লইয়া জীবনের স্থান চঞ্চল হইল, যাহাঙ্কে লইয়া জীবনের অর্থ, যাহাঙ্কে লইয়া জীবনের যুক্তি, তাহাঙ্কে গভীর মন্তন মহৎ, শ্রীতিকর এবং অবশ্যকতাব্য কাজ পুকুরে আর কি আছে? তাহাঙ্কে গভীর পক্ষে শত সহস্র বিষ্ণু খাসিলেও তৎপ্রতি ভক্ত করাও মহাপাপ!

বাল্যবস্ত্র জ্যোতির বিবাহের ব্যবস্থার আর একটি প্রধান কারণ কাঁকেকাঁকের আলোচনায় বুদ্ধিয়াচ্ছে।

বোধ হয় কেহ কেহ বলিবেন যে, শৈশববস্ত্র কষ্ট। বিবাহিত এবং পতিতহস্তে সমর্পিত হইলে অপরিণত হয়ে সন্তান প্রসব করিয়া তিনি শ্রীর হারাইবন এবং সন্তানগুলিকেও রূপ করিয়া ফেলিবেন। এ কথার অর্থ এই যে, পতি বালিকাপত্তির সহিত অথোয়া ব্যবহার করিবেন। আজ কাল এই সকল কথা অনেকের মুখে শুনা যায় এবং অনেকেই বাঙ্গালীর শ্রীরক দর্শনা নিবারণ করিবার আশা, কিন্তু বর্তমান বয়সে কষ্টার বিবাহের ব্যবস্থাদি থাকিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালীর শ্রীরক দর্শনা যে প্রাধান্তঃ বাল্যবিবাহের ফল, তাহা সম্প্রসারিত বলিয়া স্বীকার করিলে পারি না। দ্বিতীয় কথা এই যে, শ্রীরক প্রয়োজনে যে বিবাহ করে বালিকাপত্তি তাহার জন্য নয়। যে দেশের প্রয়োজনে বিবাহ করে, যে পক্ষ; বালিকারূপ পবিত্রে পন্নু তাহাদে দেওয়া। যাইতে পারে না। আধ্যাত্মিক উদ্দেশে, অথাং যে রকম উদ্দেশে আমাদের পূর্বপুরুষকে।
বিবাহ ।

বিবাহ করিতেন, সেই বক্ত পারস উদ্দেশে যে বিবাহ করে, বাণিজ্য
যোগী তাহারই প্রাপ্ত । যিনি জানাতেন, বিন্দুরান, পবিত্রবস্তু, উল্লেখমন্ত, 
পুত্র আশাবাদ মহামাহিষ, তাহার পত্রী চিত্রকাল্যে সোঁধ এবং সোঁধের 
প্রতি, তাহার সম্পন্ন সম্পদ সকল সমত্বে স্থাপ্ত থাকিতে পারে। তাই ।
লিখিত, যদি বিবাহের অপরভাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়, তাহা হইলে পুরুষকে 
প্রতিরুখ দান করিয়া বেশী বলে তাহার বিবাহ দিও, কিন্তু অন্য বলে 
স্থান বিবাহ দিতে অপক্ষী কিছু না । নীচ প্রাক্স একে শাসন 
পাইতেন নাই । চোখ বাব বাব জেলে যায়, তথ্য চূর্ণ করিতে ছাড়ে 
না । নীচ প্রাক্স একে শাসন আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে। এখন এ দেশে 
অধ্যাত্মিক বড় কম বলিয়া দিলারিয়া প্রত্যাহারের অপভ্রাঙ্গ হয় ।
এখন এদেশে বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য তথা মনে নাই বলিয়া, বিবাহের প্রত্য 
গর্বের সময়ে, তত লক্ষ্য হয় না বলিয়াই, বিবাহের ফল কথিত হইতেছে 
ষ্ট সংসারধর্ম প্রকৃত সৌন্দর্ঘ্যহীন হইতেছে। নৈতিক উদ্দেশ্যে কর, 
বীরনের মহৎ উদ্দেশ্য অস্ত র কথিত, কবিতা লক্ষ্যীরূপ নামীর সমবে মিনিয়ো 
ক, দেখিবে এদেশ আব এখন নাই, দেশ ধর্মবল অর্পণ কর 
ষ্ট যাইতে, হিন্দুখ ঘরে অন্তর্ভুক্ত সৌন্দর্ঘ্য ফুটিতে হইবে, সপ্তাহ হিন্দু পুরন্যবর 
প্রাপ্ত হইয়া দিতে হইবে, দেখি রোগ নাই, শোক নাই, 
স্ব নাই, জীবন নাই—সকলই উদ্দেশ্য, সকলই পরিকীর্ণ, সকলই 
বীরভূত হোন।

হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য বুঝা সেল। অতএব এখন বলা যাইতে পারে 
সে বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্মচর্চা এবং সে বিবাহপ্রক্রিয়ার ফল পরিপূর্ণ 
সম্পূর্ণ একীকরণ। কিন্তু বিবাহ সামাজিক জীবনের ভিত্তি। অতএব 
হস্তর সামাজিকতা একমাত্র হিন্দুবিবাহ এবং, হিন্দুধর্মের লক্ষ্য, হিন্দুর 
লক্ষ্য। আর পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ একীকরন—ইহাও একমাত্র হিন্দু লক্ষ্য, 
হিন্দুধর্মের লক্ষ্য, হিন্দুর লক্ষ্য। এবং পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ একীকরণেঃ
হিন্দুমতি

অর্থ সেই সমগ্রদৃষ্টি ও সমগ্রপ্রার্থনা—যাহা সোহহঃ এ দেখিয়াছি, তাহে দেখিয়াছি, কোন কার্যক্রমে দেখিয়াছি।

এ উদ্দেশ্যে বিবাহ, তাহা যে সাধারণতঃ সম্পূর্ণ রূপে অনুভূত হয়, এমন কথা বলিতে পারি না। কোন দেশেই, কোন সমাজেই একুশ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অনুভূত হয় না, ইহার অপেক্ষা নিম্ন উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অনুভূত হয় না। ইংরেজি-বিবাহের উদ্দেশ্য হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য অপেক্ষা অনেক নকুষ্ঠ। কিন্তু তাহাও সাধারণতঃ সম্পূর্ণ রূপে অনুভূত হয় না। কিন্তু আমাদের বিবাহের উদ্দেশ্য যে একুশ অনুভূত হয় না, এ কথা বলিলেও মিথ্যা কথা বলা হয়। বাহারী ইংরেজি শিক্ষা করেন না, তাহাদের মধ্যে অনেক প্রতিকে সহধর্মী বলিয়া বুঝেন এবং প্রতিকে সহধর্মী নামে সার্থক হয়, প্রতিকে সহিত এমনীতে কবিরা জীবনযাত্রা নির্বাহ কবিয়া থাকেন। আর প্রতিকে সহিত একত্র অর্থসম্পন্ন, ইহার তাহাদের অনেকের পারে। কিন্তু অনেকের আবার এ উদ্দেশ্য ও একব্যবহার নাই। নাই বলিলার কিন্তু এ উদ্দেশ্য মন্দ হইতে পারে না অথবা এই একমত্তান দুষ্কৃতি হইতে পারে না। অনেক মধ্য মাঝে না বলিয়া ব্যর্থ মন্দ জিনিষ হইতে পারে না। অনেক ইংরেজিও কিন্তু তাহার মনে করেন। বিবাহ বিষয়ক এই প্রশ্নে প্রথম প্রকাশিত হইলে পর অনেক ইহার যে প্রকার সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের তাহাদের মনের এরূপ ভাবই বাক্য হইয়াছিল। হিন্দুবিবাহের যে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহারা বিষ্ণু বাক্য বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। পত্নীর একীকরণের কথা লইয়াও সেই রূপ করিয়াছিলেন। সেন ধর্মমত্ত্ব বিবাহ ও পতি পত্নীর একীকরণ বড়ই দুরব্যাপী। জ্ঞানী ও সাধু লোকে এরূপ করেন না। লোকে যাহাতে বিবাহের প্রকৃত অর্থ সম্পন্ন করিতে পারে এবং বিবাহের মন্দ উদ্দেশ্য অনশন।
বিবাহ ।

প্রথম, উহারা সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহাদের মনে সেই কামনাই প্রবল হয়। কিন্তু যে সকল সমুদ্রতান্ত্রিক উল্লেখ করিলাম, তাহার অধিক কথা অনাবশ্যক। বরীন্দ্র বাবু জার্জ তে একটি সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবাহ বিষয়ক কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর করিয়া বিশেষ কর্মীর আবশ্যক হইয়াছিল। বরীন্দ্র বাবুর সমালোচনার প্রথমে কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ

(১) হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য কী বা ক্ষিপ্ত হয়িয়াছে যে ক্ষিপ্ত বা কী প্রস্তাব বা কাৰ্য্য হইয়াছে?

(২) বিবাহ প্রক্রিয়া হল কিন্তু পশ্চিমী প্রথম মনোযোগ নাই।

(৩) প্রথম সম্পর্কে প্রক্রিয়ার পদে বড় সচিব করিয়া—প্রমাণ, রূপবিন্যস্ত পরিপাতে চাহিদা পালন করা।

(৪) বাঙালী শাস্ত্রীয় ছবিজীবন কারণ বাঙালী বিবাহ, এতে প্রক্রিয়া দোষ নাই। বিবাহ বোধ করা হইলে বাঙালী শৃঙ্খলার মূল্যের কথা কেহ শুনিতে পাইত না।

এই সমালোচনার প্রকৃতির নবজীবনে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা কেন্দ্রণে সন্তোষ হইল।

———